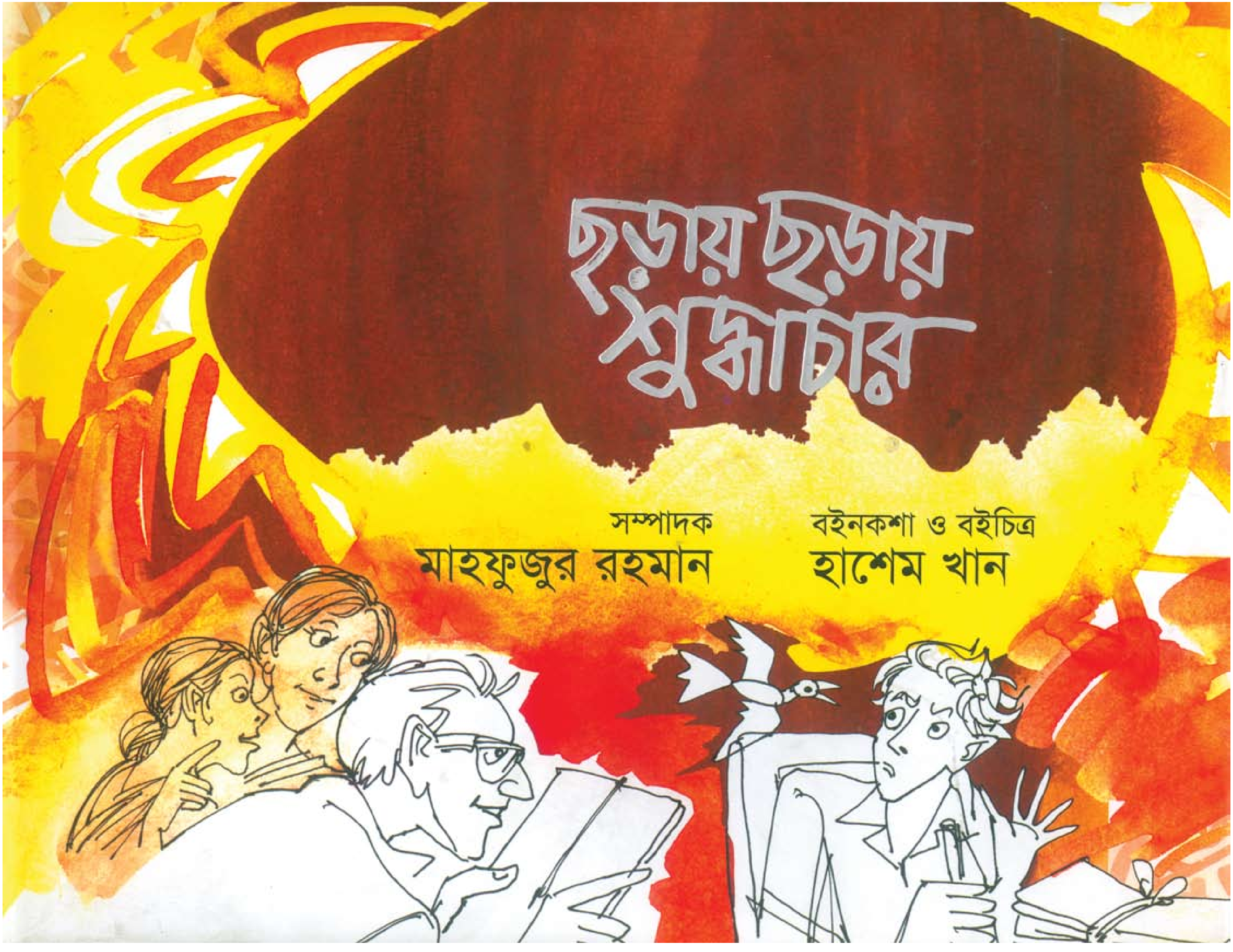
ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধাচার
সম্পাদক
মাহফুজুর রহমান
বইনকশা ও বইচিত্র
হাশেম খান

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধাচার

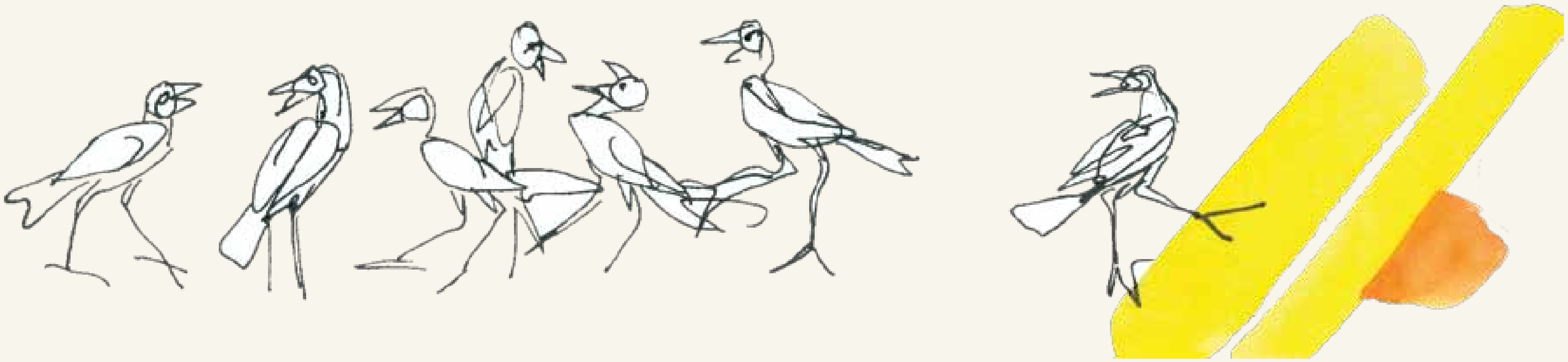

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধাচার

বাংলাদেশ ব্যাংক

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধাচার

সম্পাদক
মাহফুজুর রহমান

গ্রন্থস্বত্ব
বাংলাদেশ ব্যাংক

বইনকশা ও বইচিত্র
হাশেম খান

প্রকাশক
এফ এম মোকাম্মেল হক
মহাব্যবস্থাপক
ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশনস অ্যান্ড পাবলিকেশনস
বাংলাদেশ ব্যাংক

মুদ্রক
স্রোত অ্যাডভার্টাইজিং
২৪১/১ মগবাজার, ঢাকা

মূল্য : ৩০০ টাকা

Choray Choray Suddhachar
A Publication by Bangladesh Bank Editor : Mahfuzur Rahman
ISBN : 978984339540 5

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধাচার

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা
নাজনীন সুলতানা

সম্পাদক
মাহফুজুর রহমান

বইনকশা ও বইচিত্র
হাশেম খান

সহযোগী সম্পাদক
শুভঙ্কর সাহা
এফ এম মোকাম্মেল হক

সহকারী সম্পাদক
গোপাল চন্দ্র দাস
নওশাদ মোস্তফা
ইয়াসমিন রহমান বুলা
কাজী ফাতেমা

এই বইয়ের যে কোনো ছড়া যে কেউ প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত পূর্ণাঙ্গভাবে অথবা
আংশিক উদ্ধৃতি আকারে ব্যবহার করতে পারবেন। তবে সূত্র উল্লেখ বাঞ্ছনীয়।

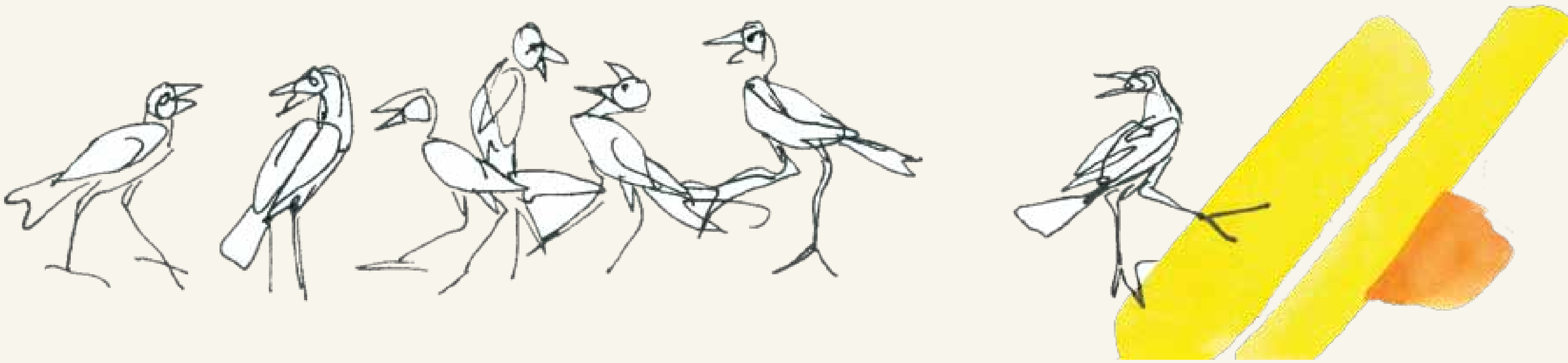

প্রাককথন

শিশুর নৈতিক জীবনের উৎস হলো তার পরিবার। পরিবার থেকেই সে নৈতিক মূল্যবোধের শিক্ষা পায়। তবে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে পারিবারিক মূল্যবোধ পরিবর্তিত হচ্ছে–যা মানুষের চরিত্রনিষ্ঠাকে প্রভাবিত করছে। মানুষের চরিত্রনিষ্ঠাই হচ্ছে শুদ্ধাচার। অর্থাৎ নৈতিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও সততার মধ্য দিয়ে যে আচরণ তা-ই শুদ্ধাচার। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের নীতি-প্রথার প্রতি আনুগত্যও এক ধরনের শুদ্ধাচার। শুদ্ধাচার সুশাসনের পূর্বশর্ত। আবার এ দুটো একে অপরের পরিপূরক। সুশাসনের অভাবে মানুষ দুর্নীতি, অন্যায়-অবিচার, সন্ত্রাস ও বৈষম্যের শিকার হয়। সুশাসনের জন্য দরকার স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও অংশীদারত্ব। সমাজের সকল ক্ষেত্রে এগুলো প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। আর সবচেয়ে জরুরি হলো শিশুদের মধ্যে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করা।

ভালো কথা সবাই বলতে পারে। কিন্তু ভালো কাজ সবাই করতে পারে না। দেশের জন্য, সমাজের জন্য ভালো কাজ করার এখনই সময়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের জন্য ভালো কাজ শুরু করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলা গড়া। তাঁর স্বপ্নপূরণে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতেই হবে। সরকারি-বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বাড়াতে হবে। সেবায় আনতে হবে গতি। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এজন্য সরকার তৈরি করেছে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র। একটি সুখী, সমৃদ্ধ ও শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যেই এটি তৈরি করা হয়েছে। এ কৌশলপত্রটি বাস্তবায়িত হলে দেশের সব কাজে

ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। শুদ্ধাচার কৌশলপত্র বাস্তবায়নে রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নৈতিকতা বিষয়ক কমিটি গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকেও এ বিষয়ক একটি কমিটি কাজ করছে।

এই কমিটি শিশুকিশোর পাঠকদের উপযোগী করে 'ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধাচার' নামে একটি বই প্রকাশ করছে। শিশুরা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক। তারা চরিত্রবান হলে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং তাদের চরিত্র গঠনে অভিভাবককে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালন করতে হবে। সেদিক থেকে শিশুকিশোরসহ সকল পাঠকের ব্যক্তিগত শুদ্ধতার বিকাশে বইটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি। বইটির সম্পাদক বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান, শিল্পী হাশেম খান এবং বইটি প্রণয়ন ও প্রকাশনার সঙ্গে সম্পৃক্ত অন্য সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সর্বোপরি যে ছড়াকারগণ তাঁদের মূল্যবান লেখা প্রদান করে শুদ্ধাচার আন্দোলনের সহযাত্রী হয়েছেন, তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার গভীর কৃতজ্ঞতা। একইসঙ্গে শুদ্ধাচারকে একটি আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

ড. আতিউর রহমান
গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রসঙ্গকথা

সরকার কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ব্যাংক শুরু থেকেই নানা পন্থায় কাজ করে যাচ্ছে। এ কাজে আমরা ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করেছি। এই স্বীকৃতি স্বভাবতই আমাদের কাজের উদ্দীপনা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্যাংকিংখাতে শুদ্ধাচারকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। শুদ্ধাচারকে আমরা শুধু আমাদের ব্যবহারিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে অনুশীলনের মধ্যেই সীমিত রাখতে চাই না, বরং আমাদের চেতনার মধ্যে তাকে প্রসারিত করে দিতে চাই। সেই প্রত্যাশা থেকেই শুদ্ধাচার বিষয়ে দেশের শিশুকিশোরদের উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে আমরা 'ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধাচার' নামে একটি বই প্রকাশ করছি। দেশের খ্যাতনামা ছড়াকারদের ছড়া আর শিল্পী হাশেম খানের সুশোভন চিত্রমালায় প্রকাশিত হয়ে এ বইটি শিশুকিশোরদের মধ্যে নৈতিক বোধের জাগরণ ঘটাবে, পাশাপাশি বাংলা শিশুসাহিত্যের আসরেও একটি স্থায়ী জায়গা করে নেবে বলে আমি আশাবাদী।

এ সুযোগে আমি বইটির সম্পাদক মাহফুজুর রহমানসহ সম্পাদনা পরিষদের সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। পরিশেষে ভবিষ্যতের সকল ভালো কাজের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংক যুক্ত থাকবে এ প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করছি।

নাজনীন সুলতানা
ডেপুটি গভর্নর
ও
সভাপতি
শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক নৈতিকতা কমিটি
বাংলাদেশ ব্যাংক

সম্পাদকের কথা

আমাদের বাংলাদেশ, বিশ্বের সেরা একটি দেশ। সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা। চারদিকে সবুজের সমারোহ। এমন সুন্দর দেশেও একসময় অভাব ছিল। মানুষকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। না খেয়ে থাকতে হয়েছে। ছেঁড়াকাপড় পরতে হয়েছে। তবু পরম শান্তি নিয়েই আমরা বসবাস করেছি এ দেশে।

এখন বাংলাদেশের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আমরা অনেক ধনী হয়েছি। আমাদেরকে এখন বিদেশ থেকে খাবার কিনতে হয় না। নিজেদের তৈরি পোশাক আমরা এখন বিদেশে বিক্রি করি। অনেক–অনেক শিল্পকারখানা তৈরি হচ্ছে এ দেশে। মানুষ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের প্রায় সকল দেশে। সেখানে তারা কাজ করছে, সঞ্চয়ের টাকা পাঠাচ্ছে প্রিয় বাংলাদেশে। বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াচ্ছে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ।

এমন সোনার দেশেও কিছু মানুষ ভালো কাজ করে না। এরা ঘুষ খায়, দুর্নীতি করে। এরা সন্ত্রাসী। আইনের চোখে এরা অপরাধী। এদেরকে চিহ্নিত করে ঘৃণা করতে হবে। আইন প্রয়োগকারীদের হাতে তুলে দিতে হবে। সরকারকে এদের সম্পর্কে জানাতে হবে। আর শিশুদের গড়ে উঠতে হবে দেশপ্রেমিক হয়ে। দেশকে ভালোবাসতে হবে। দেশ হলো মায়ের মতো। দেশমায়ের প্রতি আমাদের অনেক–অনেক শ্রদ্ধা।

বইটি প্রকাশনার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় গভর্নর ড. আতিউর রহমান আমাদেরকে সর্বাত্মক উৎসাহ দান করেছেন। তাঁর প্রতি রইল পরম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। দেশের বিশিষ্ট ছড়াকারগণ বিপুল উৎসাহে এ বইয়ের

জন্য তাঁদের লেখা দিয়ে আমাদেরকে কৃতার্থ করেছেন। তাঁদের প্রতি আমি সকৃতজ্ঞ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। প্রথিতযশা শিল্পী হাশেম খান বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন এবং অলঙ্করণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর প্রতিও জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। বইটির কাজে মূল্যবান সহযোগিতা দানের জন্য আমি মাননীয় ডেপুটি গভর্নর এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন বিষয়ক নৈতিকতা কমিটি, বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সভাপতি নাজনীন সুলতানাসহ কমিটির সকলকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সবশেষে বইটির সম্পাদনা পরিষদের সদস্যগণের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা। বইটি যদি এ দেশের শুদ্ধাচার আন্দোলনে অবদান রাখতে পারে, তাহলেই আমাদের প্রয়াস সাফল্যমণ্ডিত হবে।

মাহফুজুর রহমান
সম্পাদক

সূ চি প ত্র

রফিকুল হক ১৮
সুকুমার বড়ুয়া ২০
রফিকুন নবী ২২
আখতার হুসেন ২৪
সফিকুন নবী ২৬
ফারুক মাহমুদ ২৮
সুবলকুমার বণিক ৩০
নাসির আহমেদ ৩২
আহসান মালেক ৩৪
আলম তালুকদার ৩৬
নাসের মাহমুদ ৩৮
সৈয়দ নাজাত হোসেন ৪০
ফারুক নওয়াজ ৪২
আসলাম সানী ৪৪
ওমর কায়সার ৪৬
সুজন বড়ুয়া ৪৮
রোকেয়া খাতুন রুবী ৫০

রহীম শাহ ৫২
ফেরদৌস চৌধুরী ৫৪
হুমায়ুন সাদেক চৌধুরী ৫৬
হাসনাত আমজাদ ৫৮
জাহাঙ্গীর আলম জাহান ৬০
মোশাররফ হোসেন ভূঞা ৬২
ফারুক হোসেন ৬৪
লুৎফর রহমান রিটন ৬৬
বিলু কবীর ৬৮
শাফিকুর রাহী ৭০
শফিক ইমতিয়াজ ৭২
স.ম. শামসুল আলম ৭৪
মারুফুল ইসলাম ৭৬
রাশেদ রউফ ৭৮
আলী হাবিব ৮০
আমীরুল ইসলাম ৮২
খালেদ হোসাইন ৮৪
পাশা মোস্তফা কামাল ৮৬

আনজীর লিটন ৮৮
জগলুল হায়দার ৯০
রেজিনা ইসলাম ৯২
সোহেল মল্লিক ৯৪
রোমেন রায়হান ৯৬
যাযাবর মিন্টু ৯৮
হামিদ মেহবুব ১০০
রেবেকা ইসলাম ১০২
জিয়া রহমান ১০৪
রমজান মাহমুদ ১০৬
ফখরুল ইসলাম হারুণ ১০৮
আরিফ নজরুল ১১০
ইমরান পরশ ১১২
আহমেদ সাব্বির ১১৩
কামাল হোসাইন ১১৪
অদ্বৈত মারুত ১১৫
সাগর আশরাফ ১১৬
মঈন মুরসালিন ১১৭

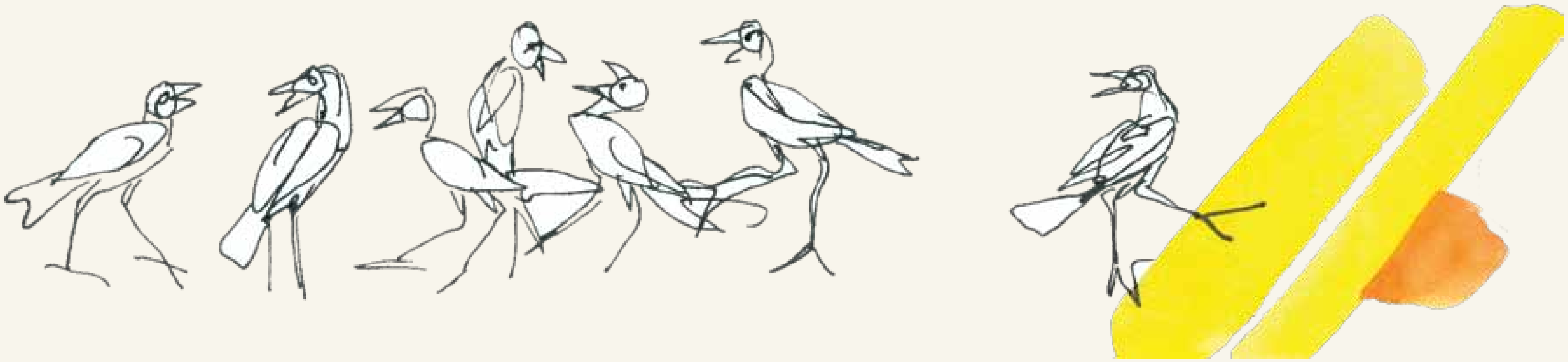

ছড়ায় ছড়ায়
শুদ্ধাচার

সন্ত্রাসীরা নয় তো কোনো দলের
ধার ধারি না আমরা কোনো ছলের,
এই বাংলায় শুনে রাখুন সবে
দুষ্কৃতীদের উচিত বিচার হবে ।

রফিকুল হক

টাকা কামায় যেমনে পারে তেমনে
পাচার করে অমনে না হয় এমনে,
কুলাঙ্গারের নেই তো শরম লজ্জা
খাচ্ছে দেশের অস্থি এবং মজ্জা।

রফিকুল হক

নদীর পানি বর্জ্যে ভরা
মাছেও ভেজাল বিষ
পাকাফলটা বুঝেশুনে
খোকার হাতে দিস্ ।

সুকুমার বড়ুয়া

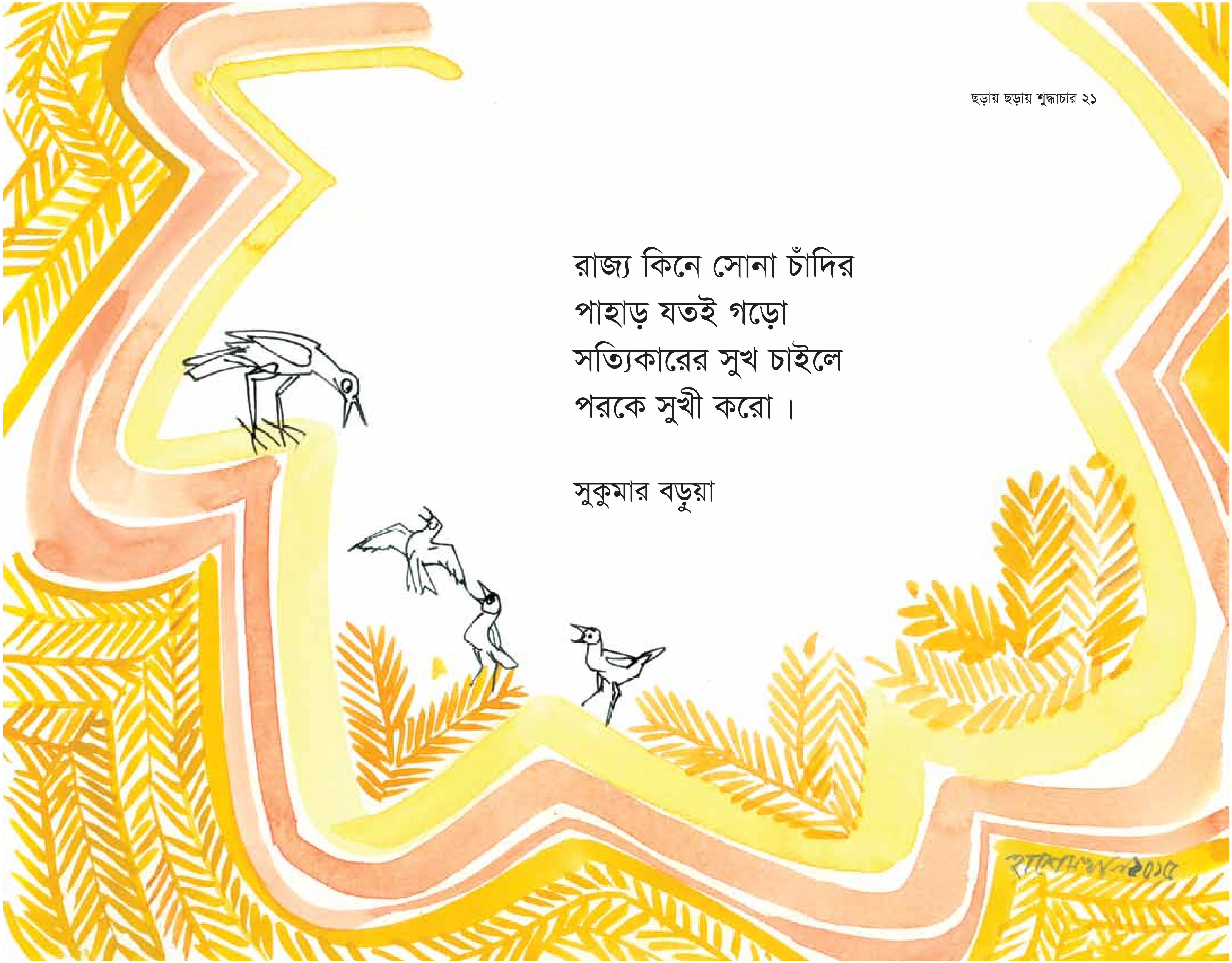

রাজ্য কিনে সোনা চাঁদির
পাহাড় যতই গড়ো
সত্যিকারের সুখ চাইলে
পরকে সুখী করো ।

সুকুমার বড়ুয়া

কালো টাকাঅলা ভালো নয় মোটে
ভালো পথে কভু যায় না
ধরা পড়লেই জেলখানা জোটে
ভালোবাসা কারও পায় না ।

রফিকুন নবী

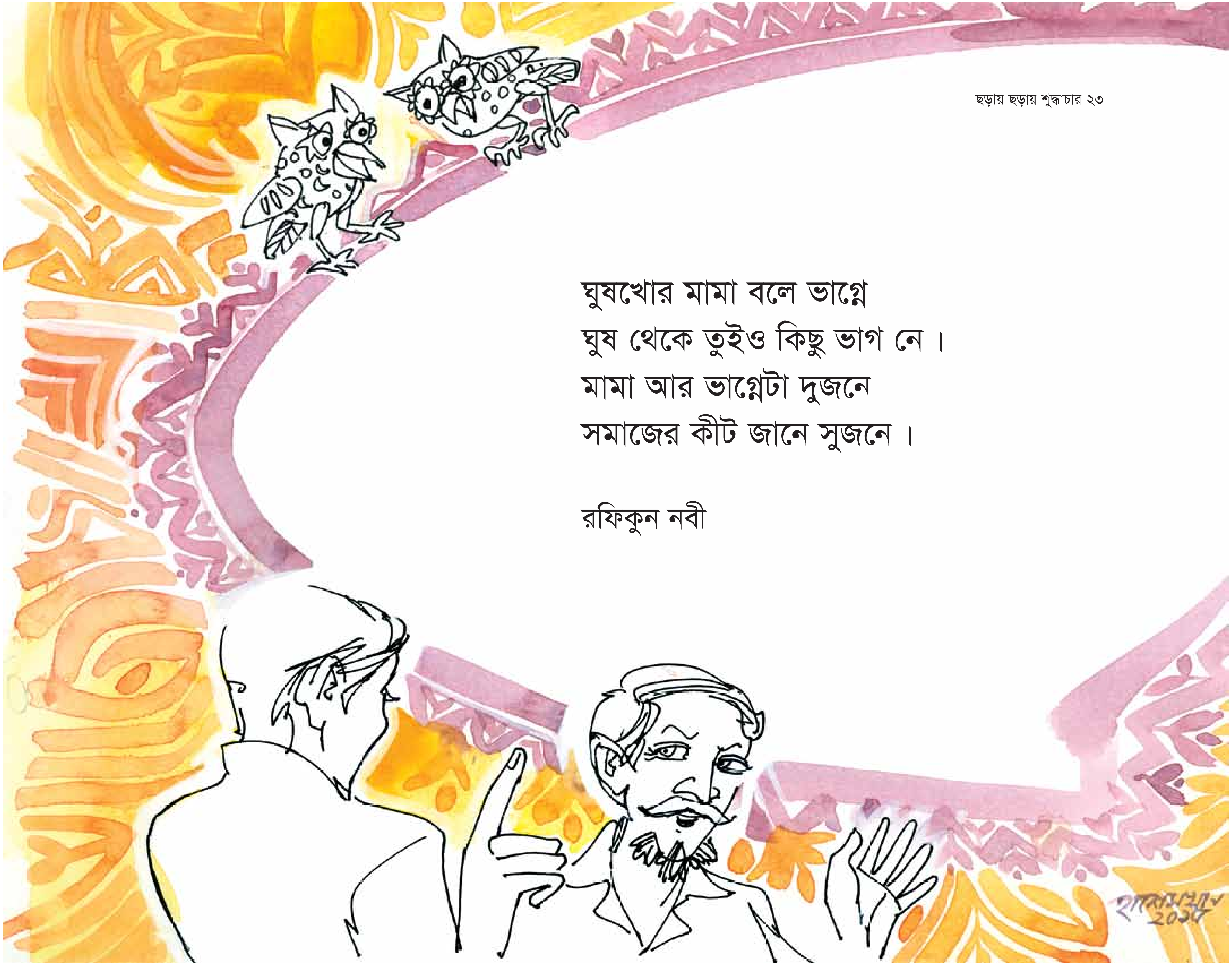

ঘুষখোর মামা বলে ভাগ্নে
ঘুষ থেকে তুইও কিছু ভাগ নে ।
মামা আর ভাগ্নেটা দুজনে
সমাজের কীট জানে সুজনে ।

রফিকুন নবী

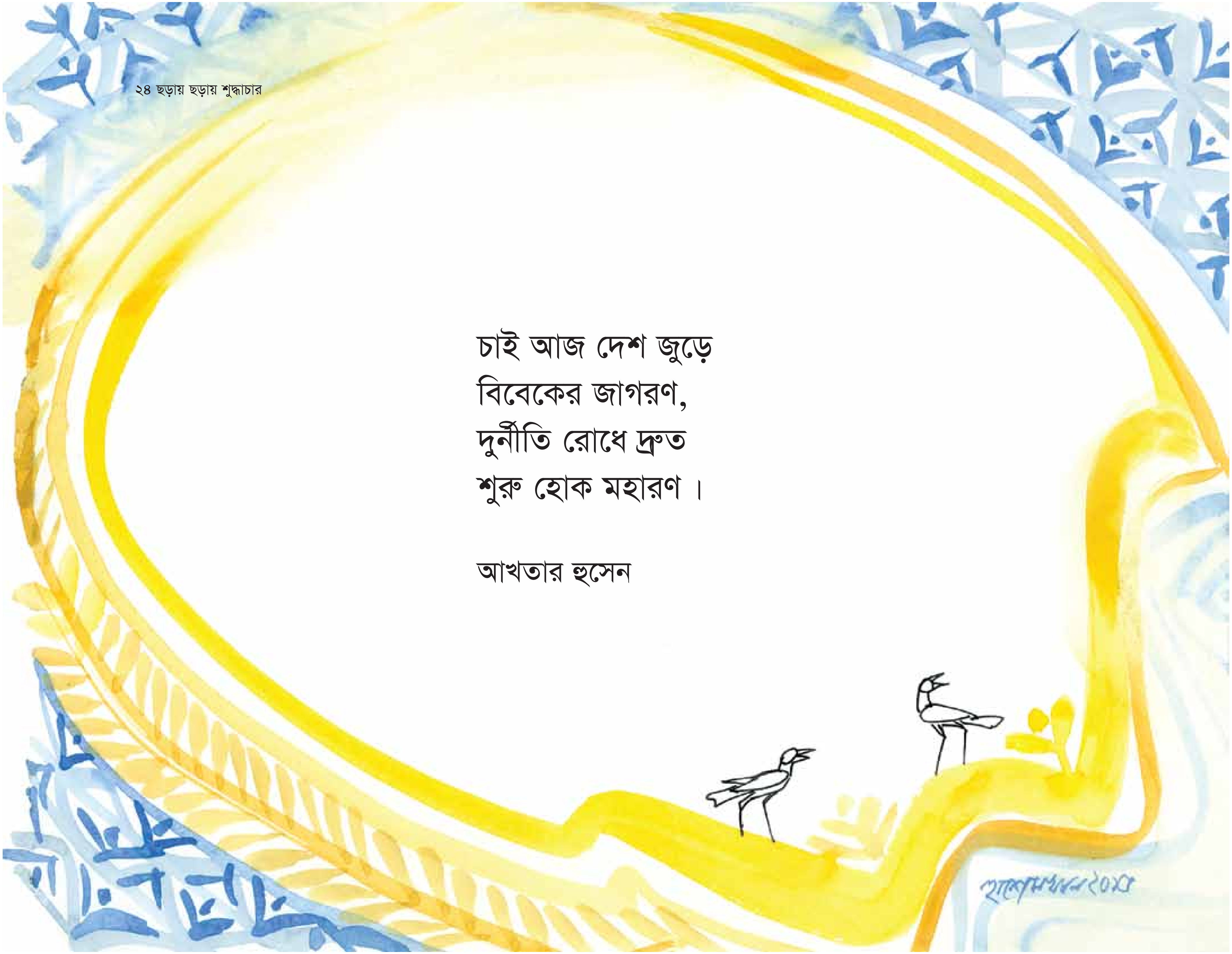

চাই আজ দেশ জুড়ে
বিবেকের জাগরণ,
দুর্নীতি রোধে দ্রুত
শুরু হোক মহারণ ।

আখতার হুসেন

অন্যায় করে পার পেতে পার
জানবে না কেউ কিছু,
কিন্তু তোমার বিবেক রয়েছে
ছাড়বে না সে তো পিছু ।

আখতার হুসেন

পাচারকারী, কালোবাজারি
ছোট্ট, বড় বা মাঝারি–
ওরা দুশমন, দুষ্টক্ষত–যাই, চলুন
সমাজ থেকে আজই ওদের না বলুন ।

সফিকুন নবী

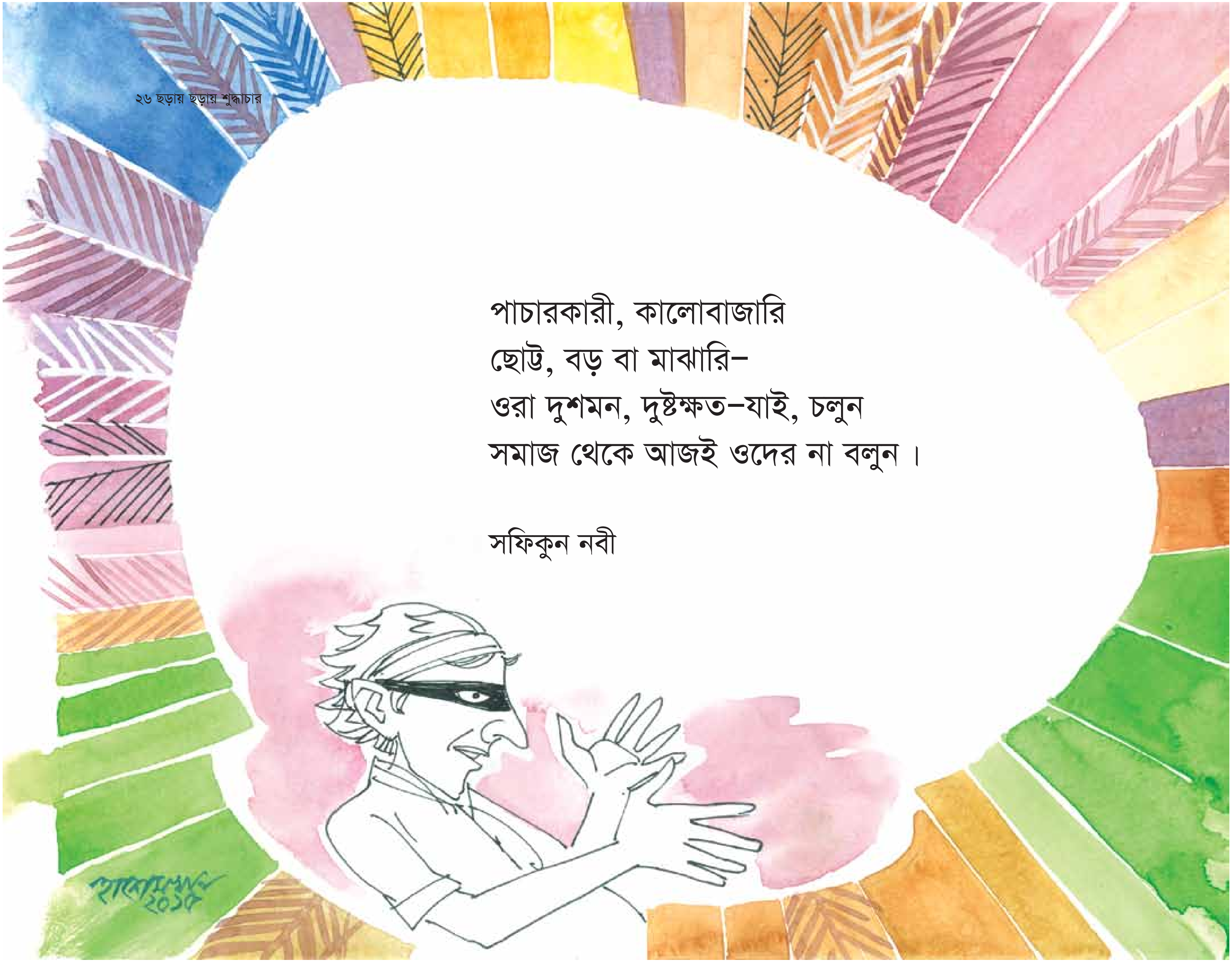

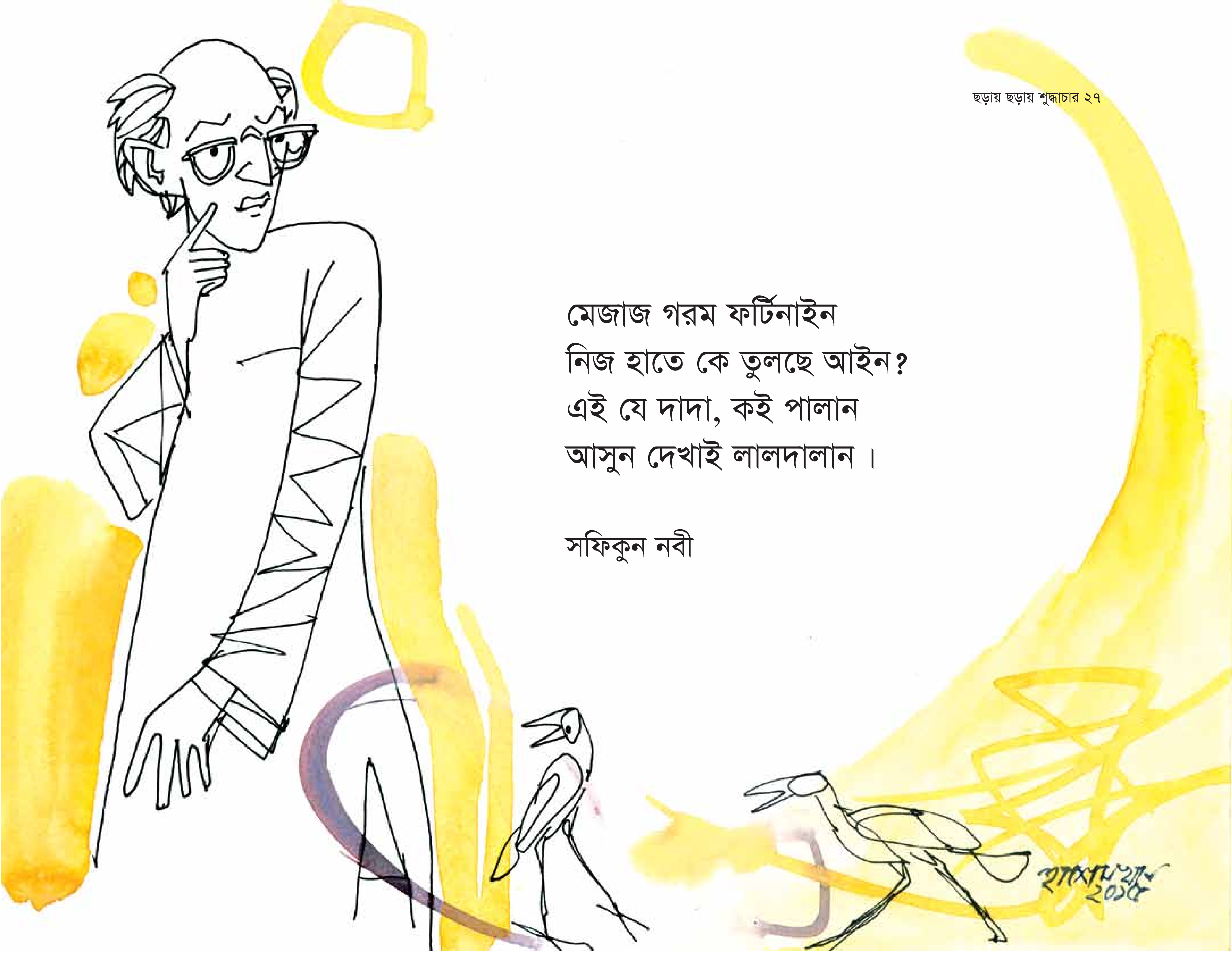

মেজাজ গরম ফর্টিনাইন
নিজ হাতে কে তুলছে আইন?
এই যে দাদা, কই পালান
আসুন দেখাই লালদালান।

সফিকুন নবী

: কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা চাই?
: রাস্তাটা বাঁকা ভাই।
: আর কি উপায় নাই?
: উপায় তো একটাই। সৎ পথে থাকা চাই।

ফারুক মাহমুদ

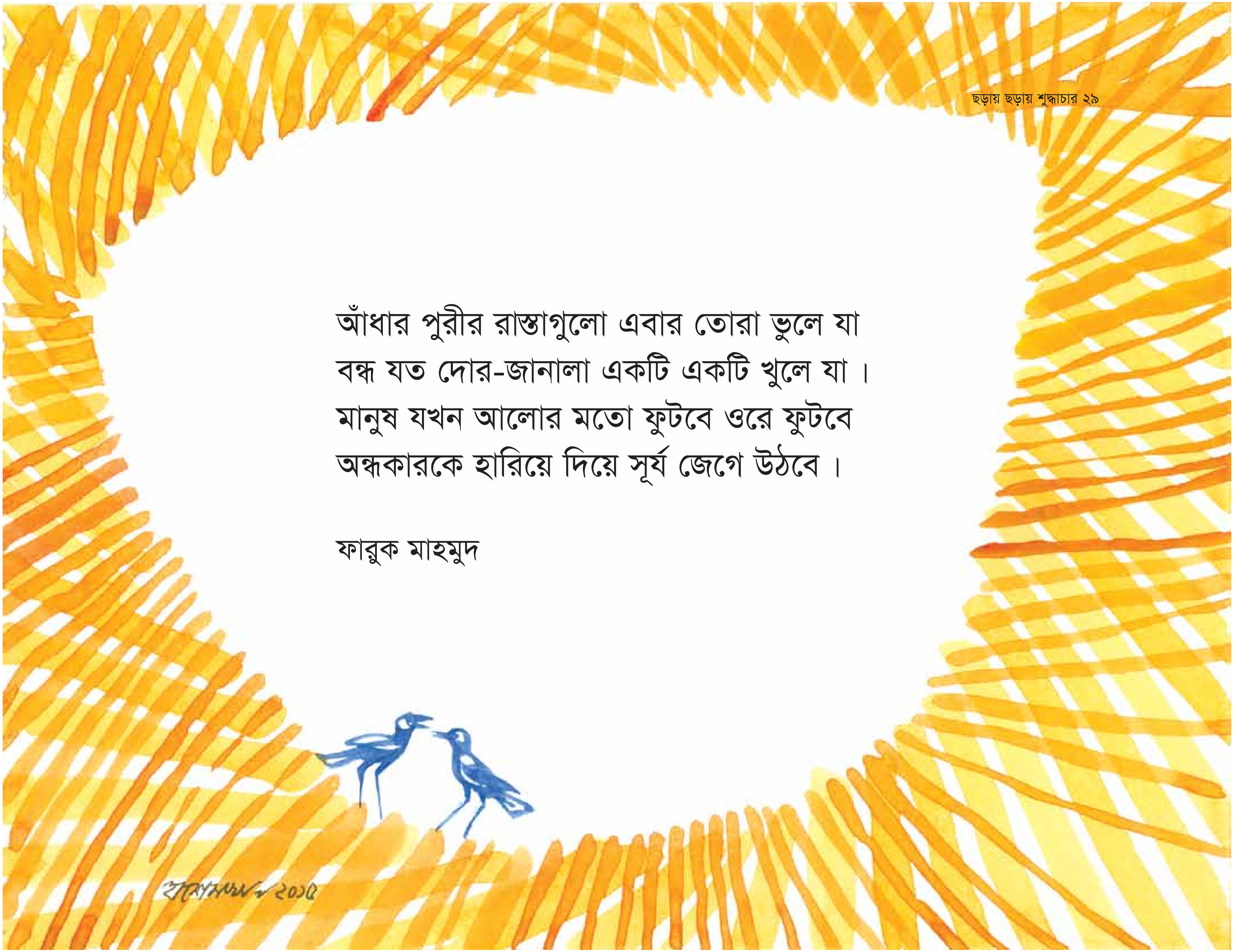

আঁধার পুরীর রাস্তাগুলো এবার তোরা ভুলে যা
বন্ধ যত দোর-জানালা একটি একটি খুলে যা ।
মানুষ যখন আলোর মতো ফুটবে ওরে ফুটবে
অন্ধকারকে হারিয়ে দিয়ে সূর্য জেগে উঠবে ।

ফারুক মাহমুদ

স্বজনপ্রীতি করবে যে জন
সুজন তাকে বলব না
সবাই তাকে করব ঘৃণা
তার সাথে পথ চলব না ।

সুবলকুমার বণিক

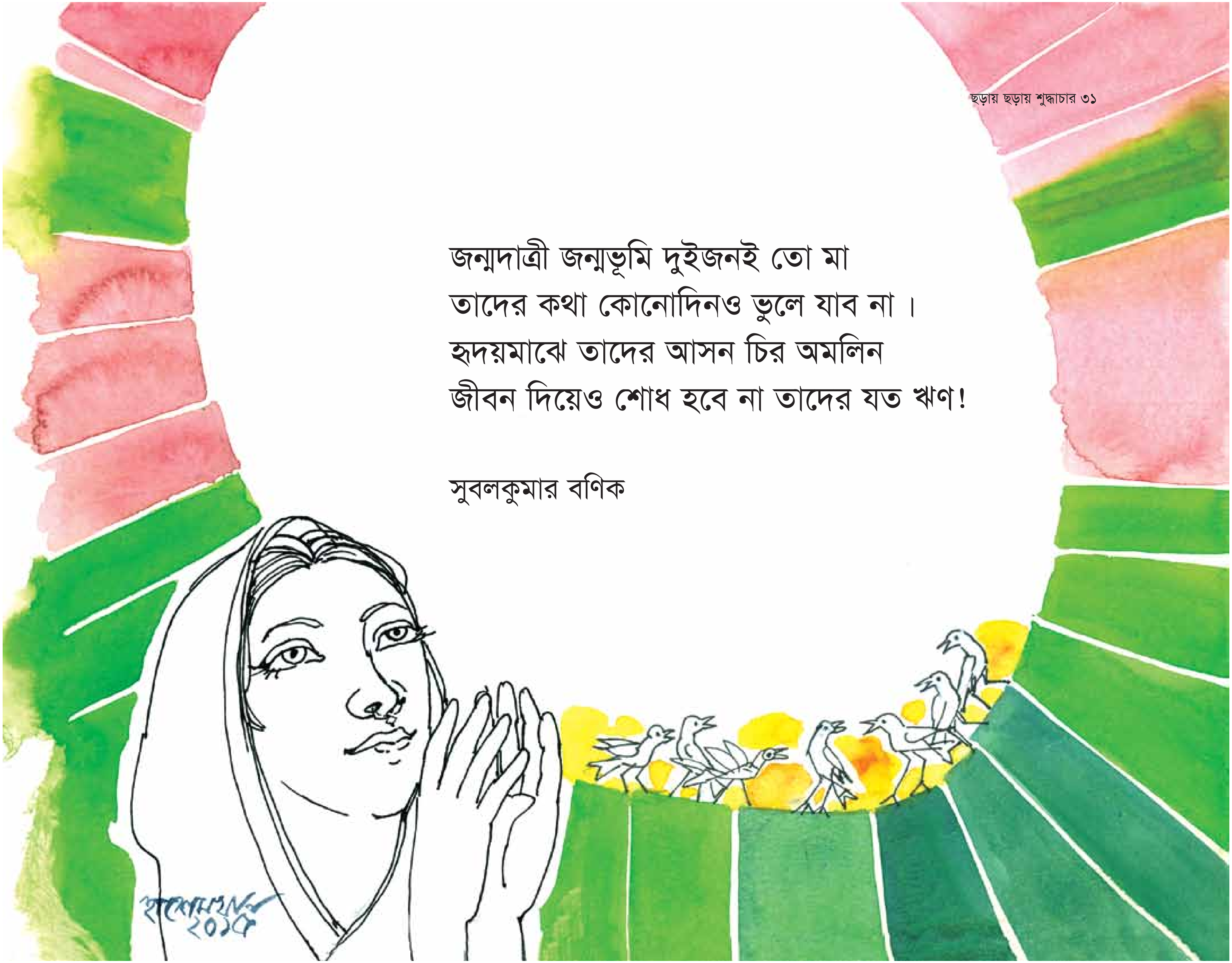

জন্মদাত্রী জন্মভূমি দুইজনই তো মা
তাদের কথা কোনোদিনও ভুলে যাব না।
হৃদয়মাঝে তাদের আসন চির অমলিন
জীবন দিয়েও শোধ হবে না তাদের যত ঋণ!

সুবলকুমার বণিক

ঘুষ আর দুর্নীতি
এবং স্বজনপ্রীতি
আসুন, সবাই করি বর্জন–
তবেই সফল হবে স্বাধীনতা অর্জন ।

নাসির আহমেদ

স্বদেশকে ভালোবাসা
ইমানের অঙ্গ
সে মানুষ হতে হলে
চাই ভালো সঙ্গ ।

নাসির আহমেদ

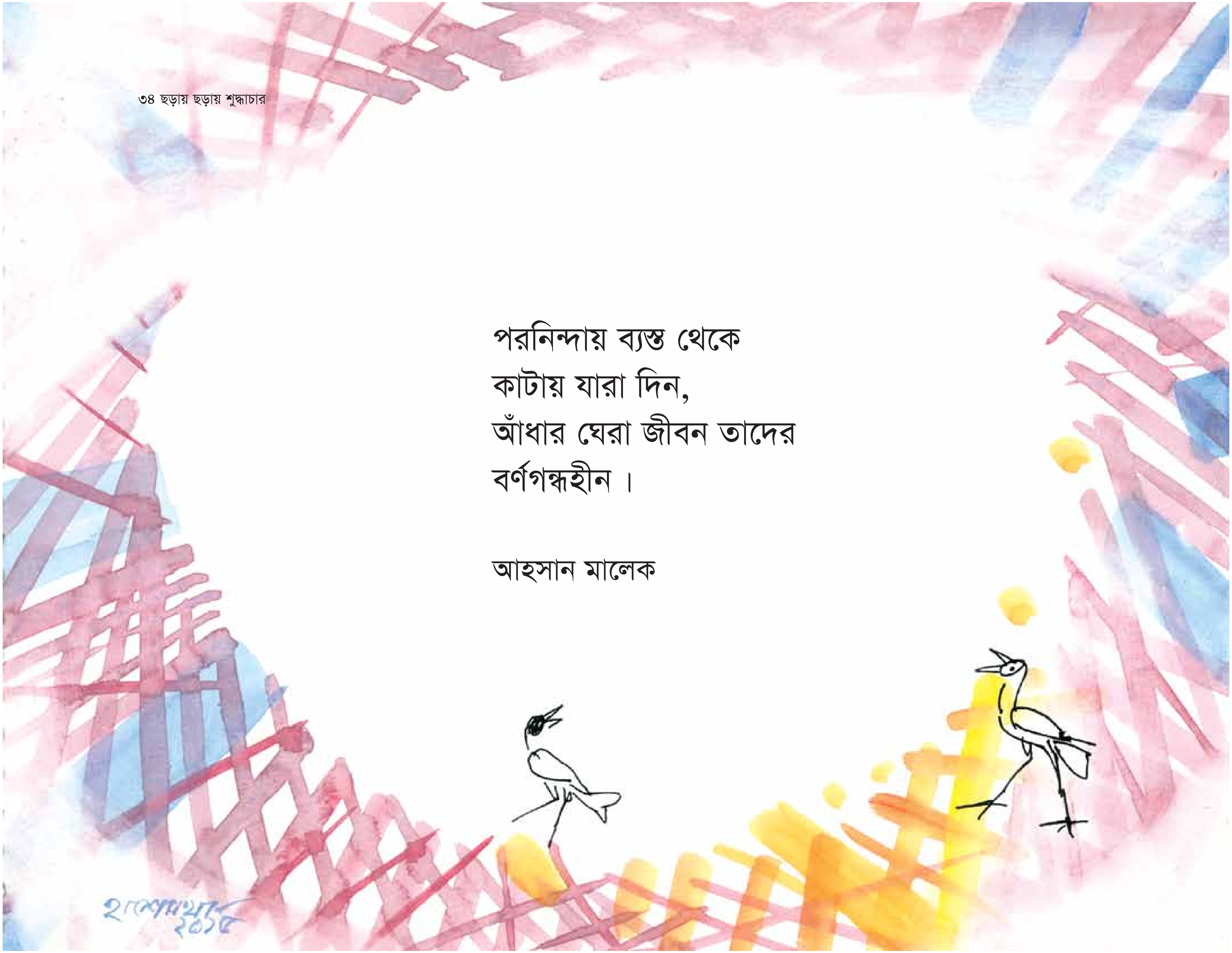

পরনিন্দায় ব্যস্ত থেকে
কাটায় যারা দিন,
আঁধার ঘেরা জীবন তাদের
বর্ণগন্ধহীন ।

আহসান মালেক

জানতে হবে জীবন চলায়
কোনটা সঠিক পথ,
সঠিক পথে থাকলে তবে
উজল ভবিষ্যৎ।

আহসান মালেক

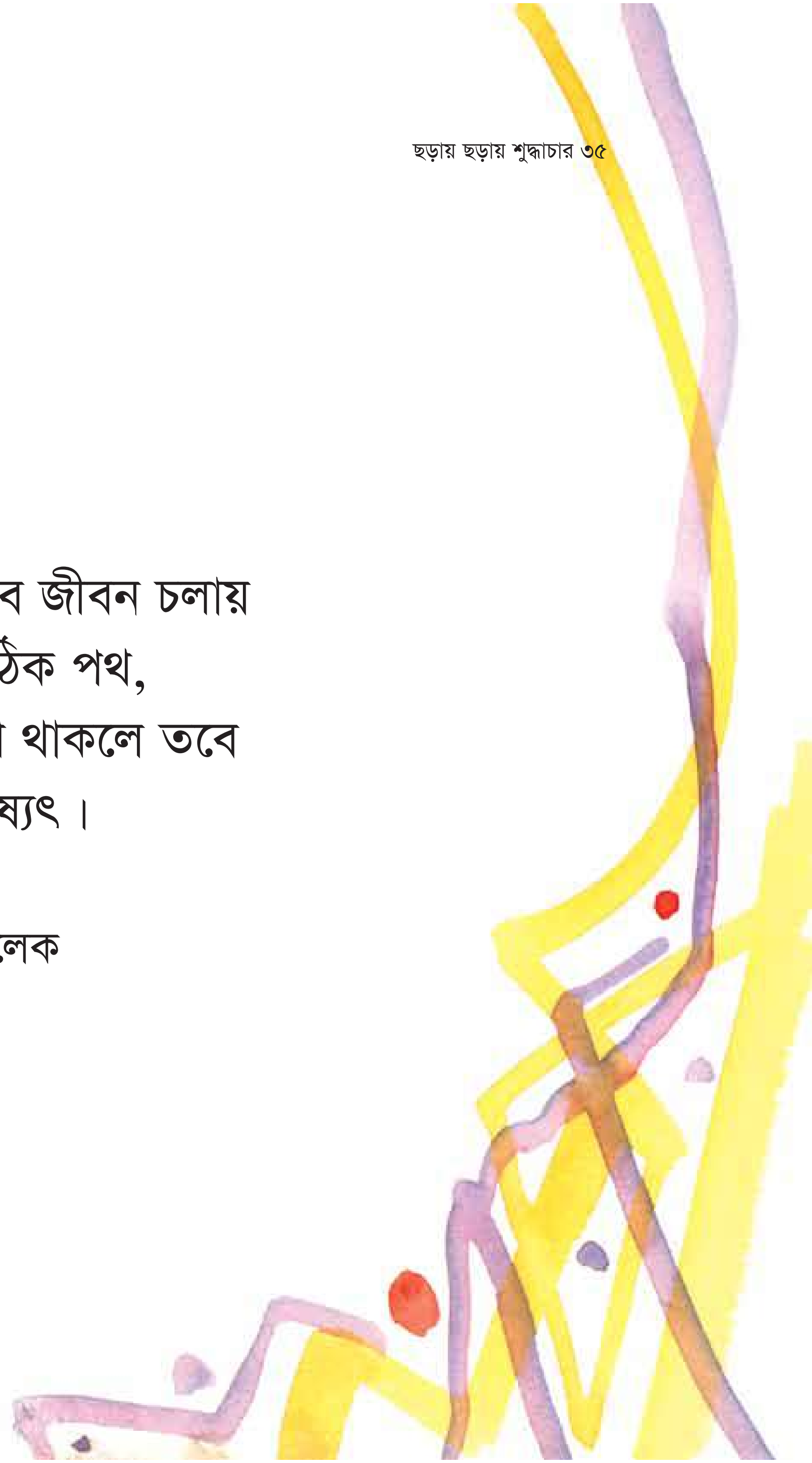

বিপদ-আপদ হলে কিন্তু কেউ থাকে না কাছে
মই কেড়ে নেয় আপন বন্ধু তুলে তোমায় গাছে।
প্রতারকের সঙ্গ ছাড়ো তার সাথে আর নয়
সাধুজনের সঙ্গে থাকো হবেই তোমার জয়।

আলম তালুকদার

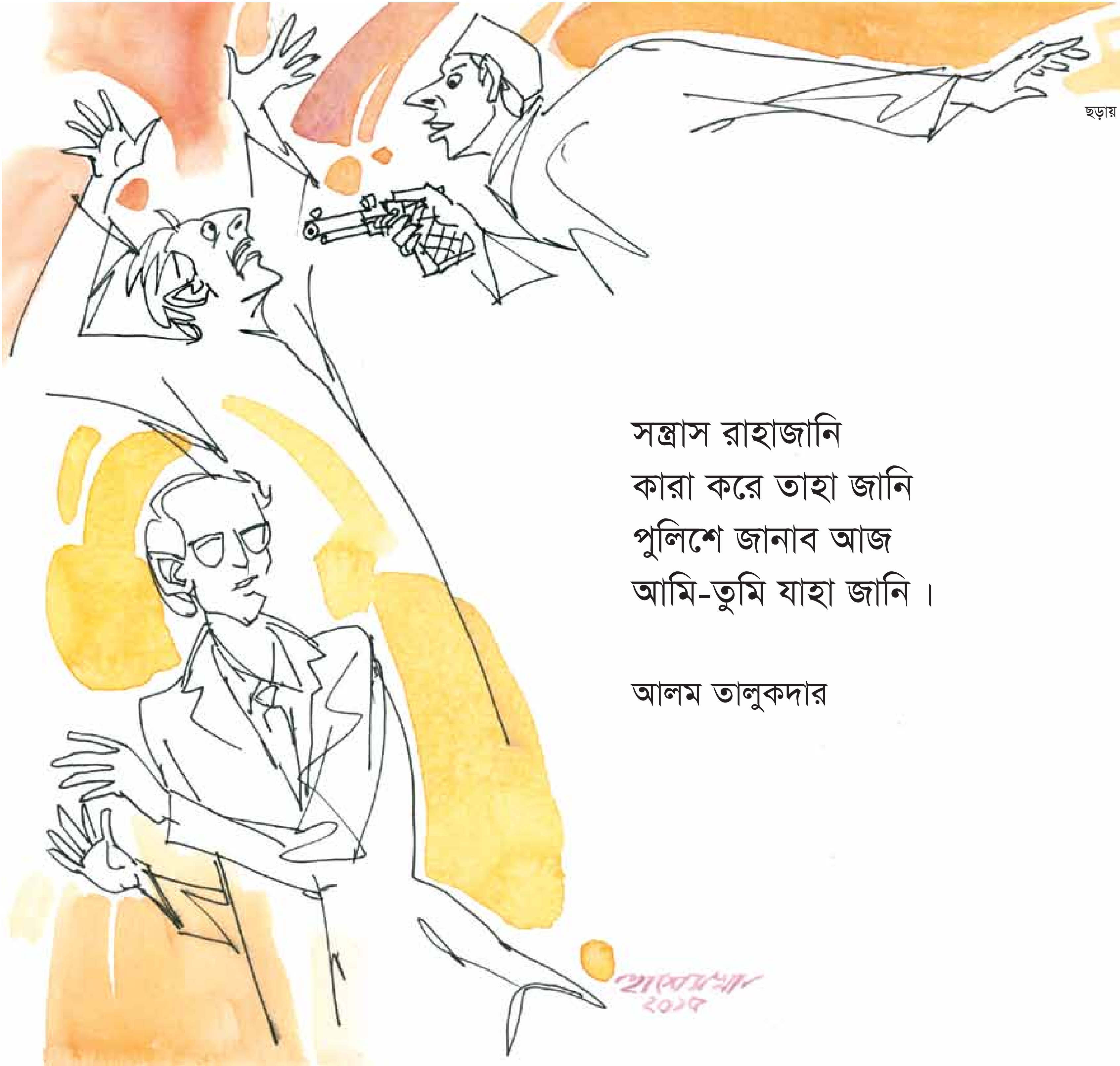

সন্ত্রাস রাহাজানি
কারা করে তাহা জানি
পুলিশে জানাব আজ
আমি-তুমি যাহা জানি ।

আলম তালুকদার

আমার বিবেক আমাকে এই
সঠিক দিশা দিক না,
চাকরি করি বেতন তো পাই
ঘুষ খাওয়া তাই ঠিক না।

নাসের মাহমুদ

ন্যায্য বিচার উচিত কথা
সত্য পথে চলায়
ফুলের মালা দাও পরিয়ে
ঐ লোকটার গলায় ।

নাসের মাহমুদ

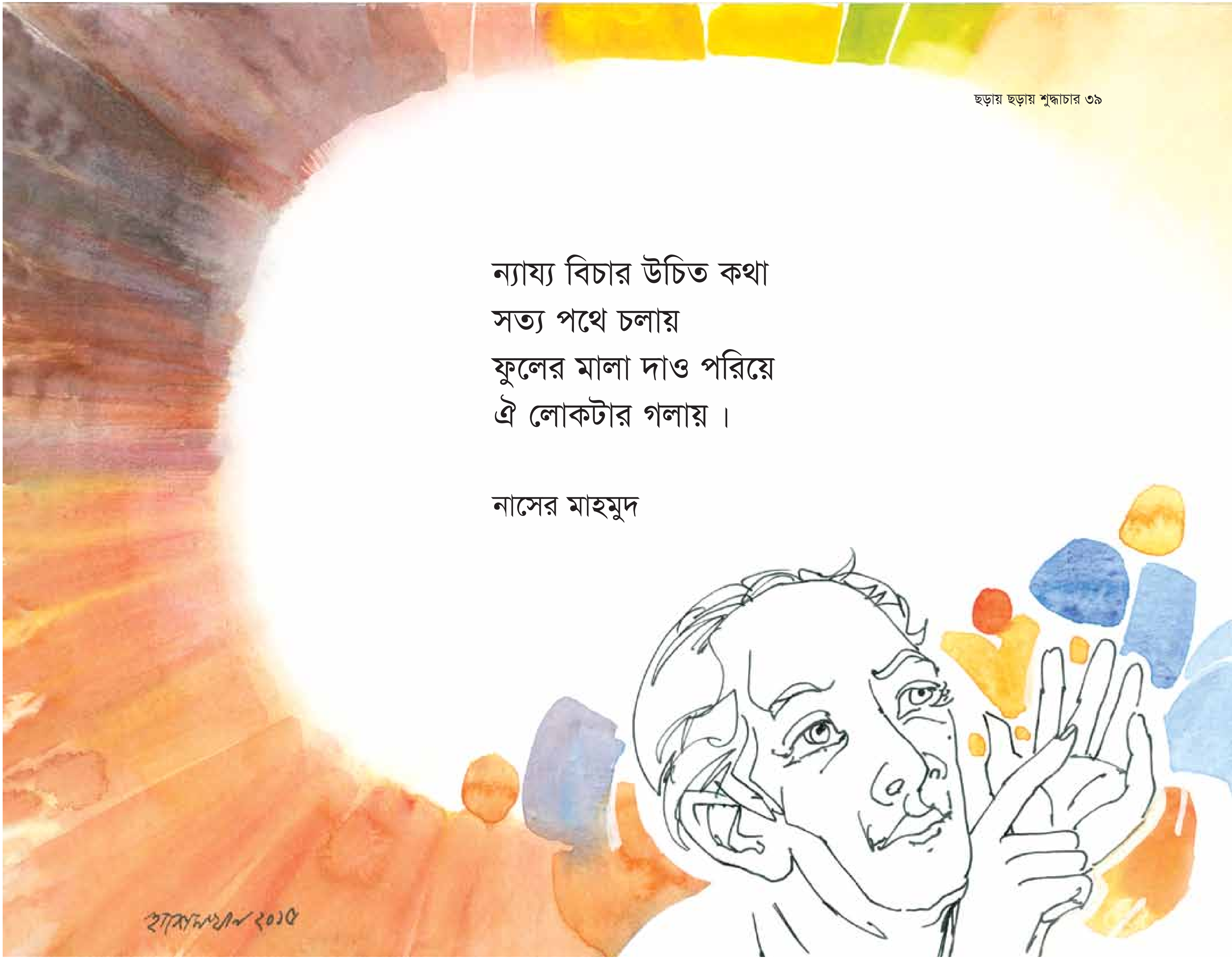

হানাহানি বন্ধে
দূর করো ত্রাস
থাকবে না এই দেশে
কোনো সন্ত্রাস।

সৈয়দ নাজাত হোসেন

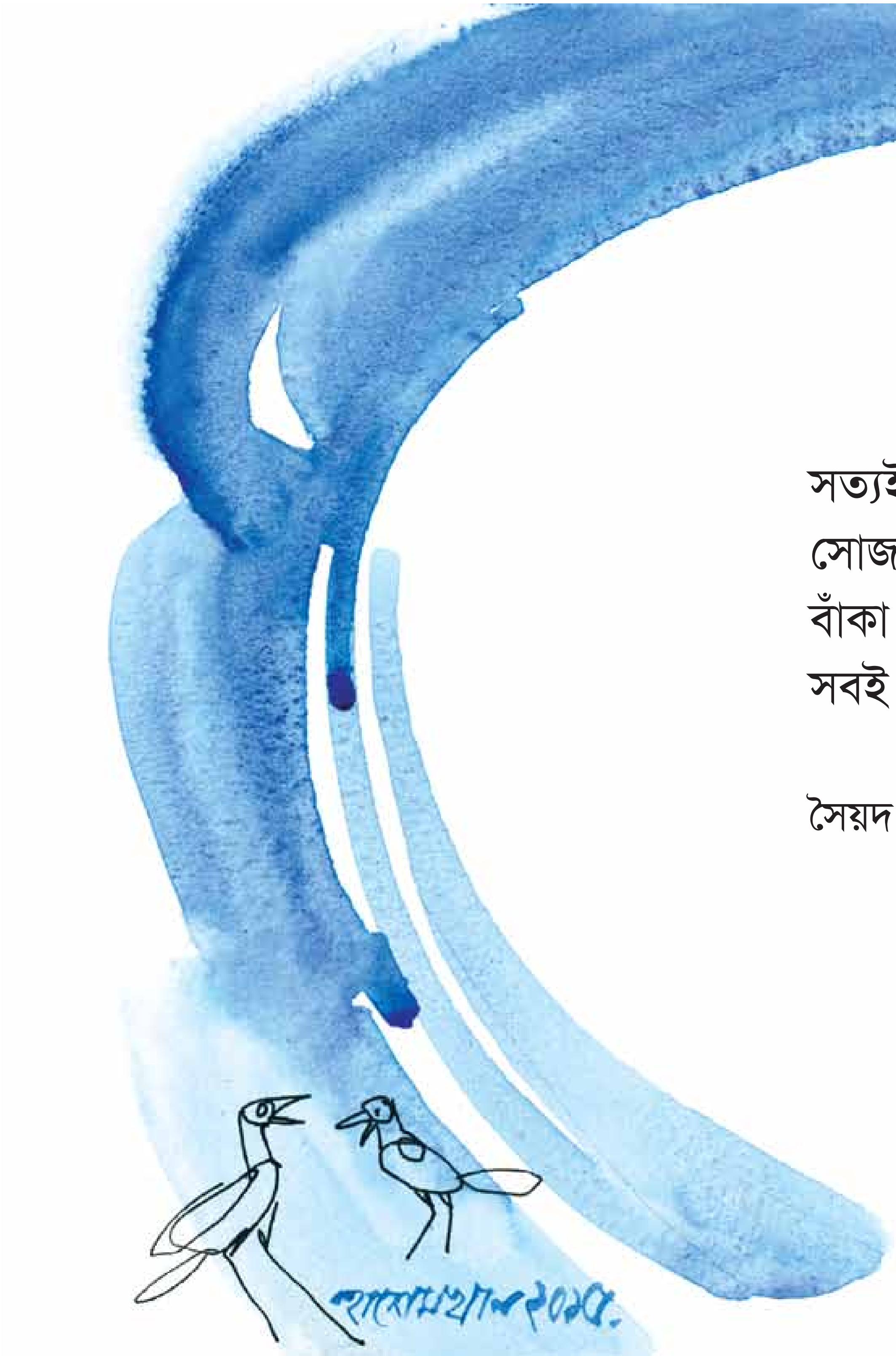

সত্যই সুন্দর
সোজা পথ ভালো
বাঁকা পথ ছেড়ে দাও
সবই তার কালো ।

সৈয়দ নাজাত হোসেন

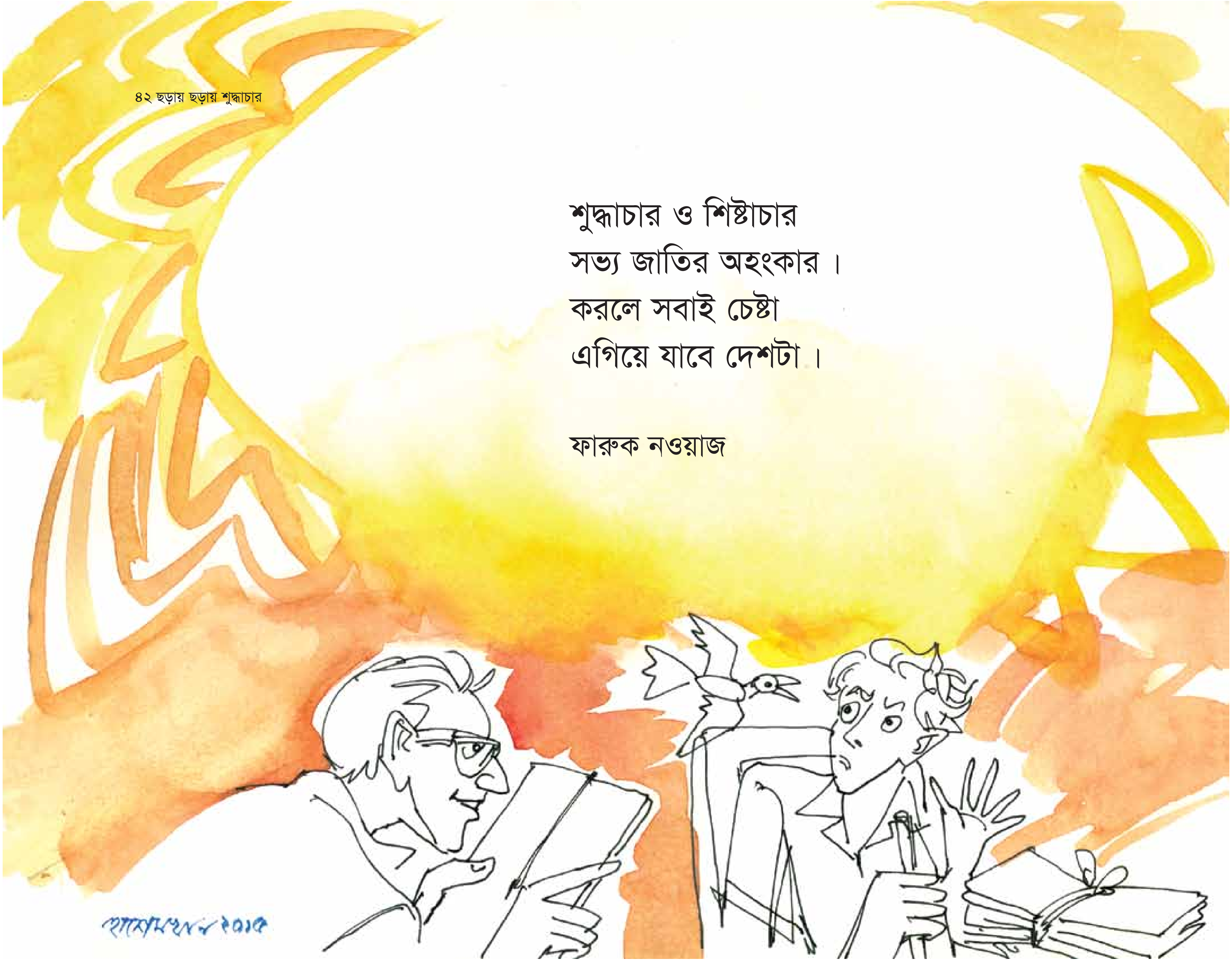

শুদ্ধাচার ও শিষ্টাচার
সভ্য জাতির অহংকার।
করলে সবাই চেষ্টা
এগিয়ে যাবে দেশটা।

ফারুক নওয়াজ

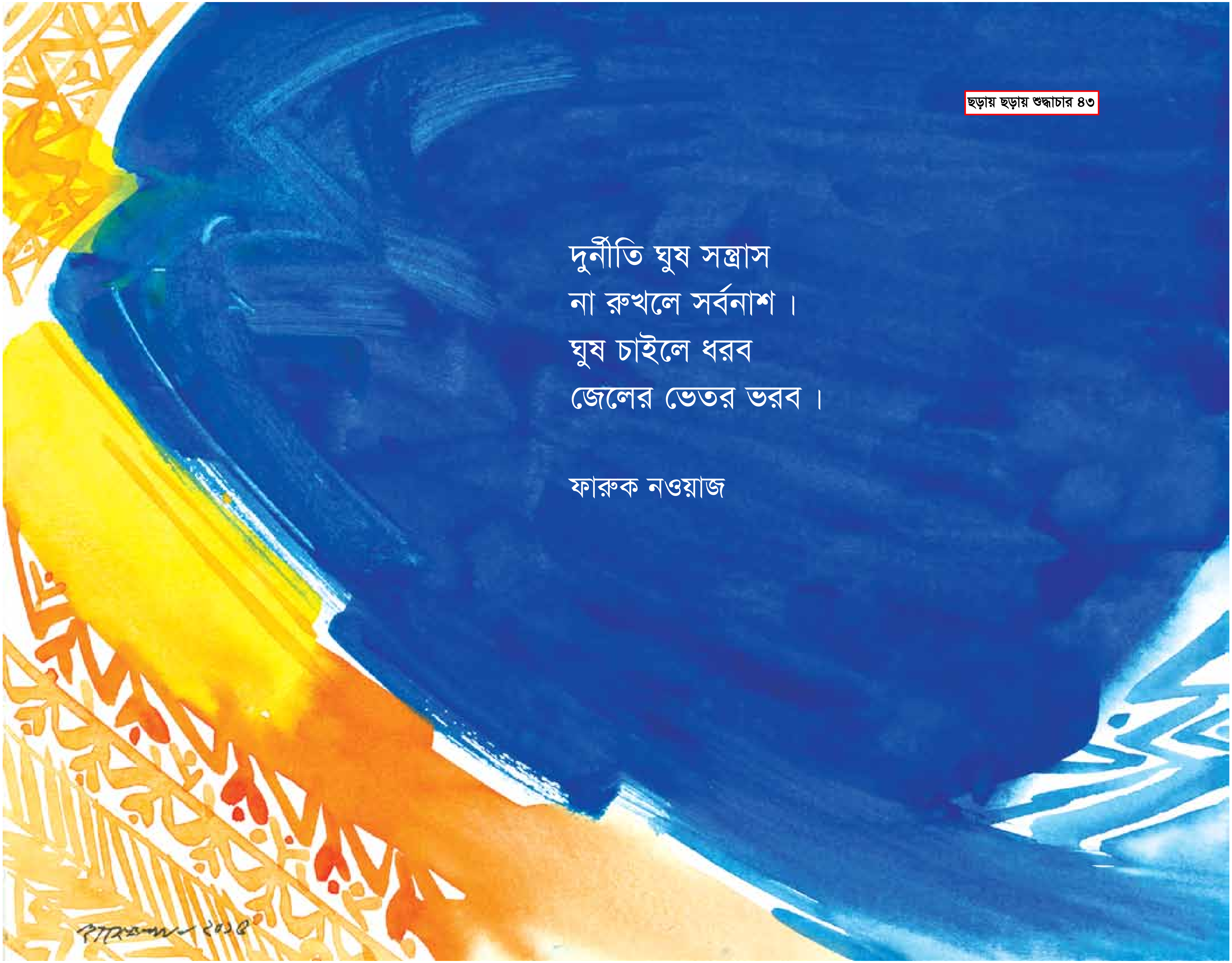

দুর্নীতি ঘুষ সন্ত্রাস
না রুখলে সর্বনাশ।
ঘুষ চাইলে ধরব
জেলের ভেতর ভরব।

ফারুক নওয়াজ

ক্রিকেট খেলে দেশের ছেলে বিশ্ব করে জয়
তাদের দ্বারা আমার দেশের মুখ উজ্জ্বল হয় ।
দুর্নীতিবাজ কালোবাজারি ঘৃণা তাদের করি
এসো আমরা সবাই মিলে সোনার বাংলা গড়ি ।

আসলাম সানী

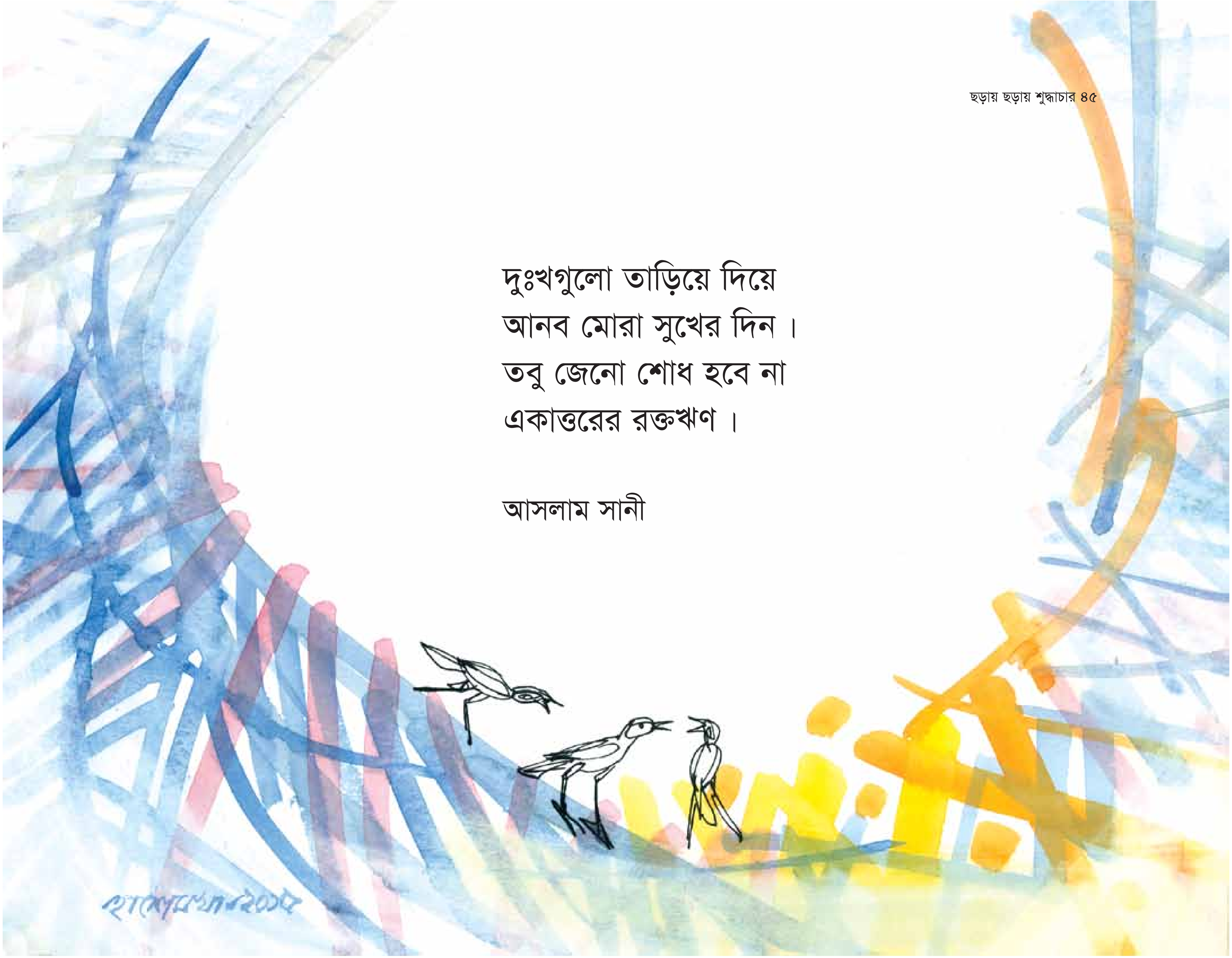

দুঃখগুলো তাড়িয়ে দিয়ে
আনব মোরা সুখের দিন ।
তবু জেনো শোধ হবে না
একাত্তরের রক্তঋণ ।

আসলাম সানী

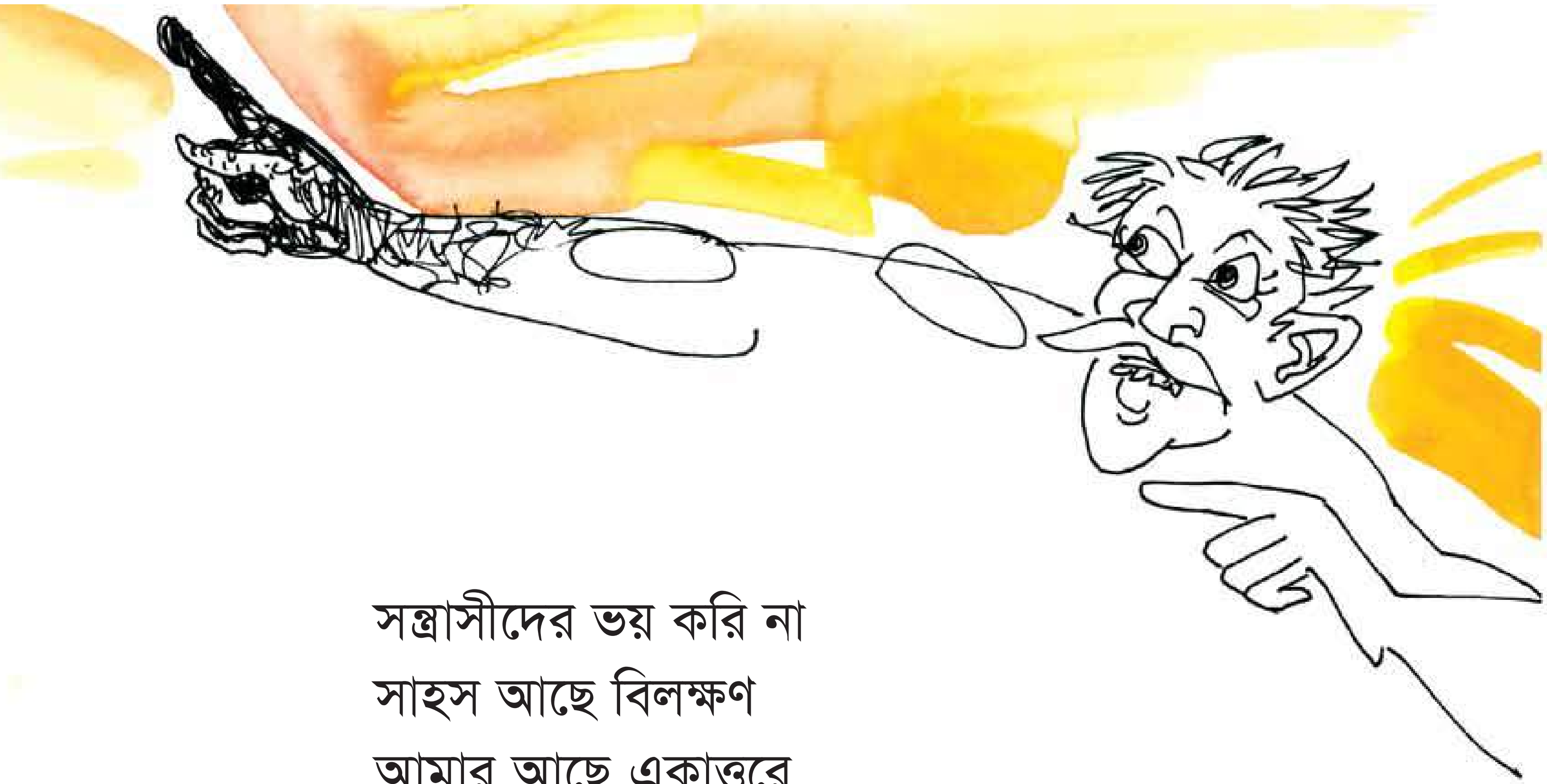

সন্ত্রাসীদের ভয় করি না
সাহস আছে বিলক্ষণ
আমার আছে একাত্তরে
যুদ্ধজয়ের প্রশিক্ষণ ।

ওমর কায়সার

আছে ঘুষখোর আছে ঘুষদাতা
চিনে রাখো দুই শত্রুকে
গতিবিধি তার চিহ্নিত করো
দাঁড়াতেই হবে পথ রুখে ।

ওমর কায়সার

অর্থ পাচার রোধ করুন
ঘরের দেনা শোধ করুন
দেশের টাকা দেশে রেখে
সুস্থ-সবল বোধ করুন।

সুজন বড়ুয়া

সকালসাঁঝে কাজের মাঝে নিত্য নিরবধি
দেশ আমাকে কী দিয়েছে তা না ভেবে যদি–
দেশকে আমি কী দিয়েছি সেই কথাটা ভাবি
আমরা তবে পাবই পাব আসল সুখের চাবি ।

সুজন বড়ুয়া

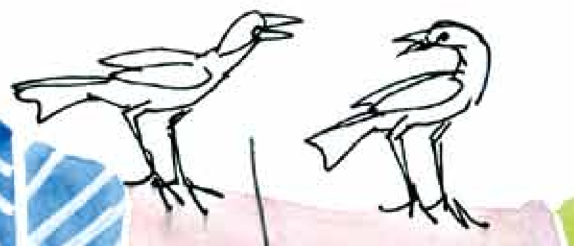

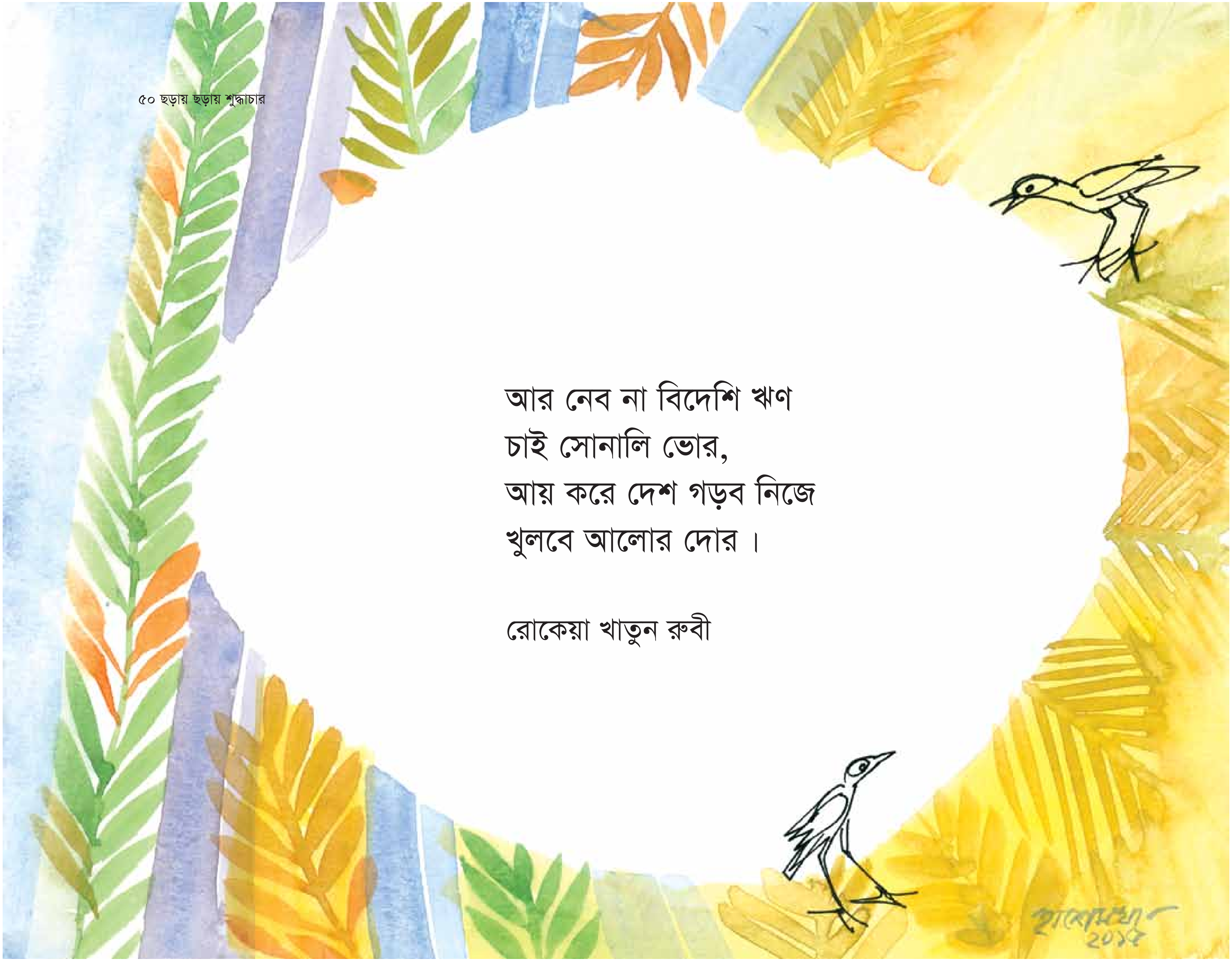

আর নেব না বিদেশি ঋণ
চাই সোনালি ভোর,
আয় করে দেশ গড়ব নিজে
খুলবে আলোর দোর ।

রোকেয়া খাতুন রুবী

এ দেশ আমার, মাটি আমার
করছে আমায় লালন,
আমাদেরও দায়িত্বটা
করতে হবে পালন ।

রোকেয়া খাতুন রুবী

শুদ্ধাচারে ফুটে উঠুক
শুদ্ধতম হাসি,
আমার সোনার বাংলা আমি
তোমায় ভালোবাসি।

রহীম শাহ

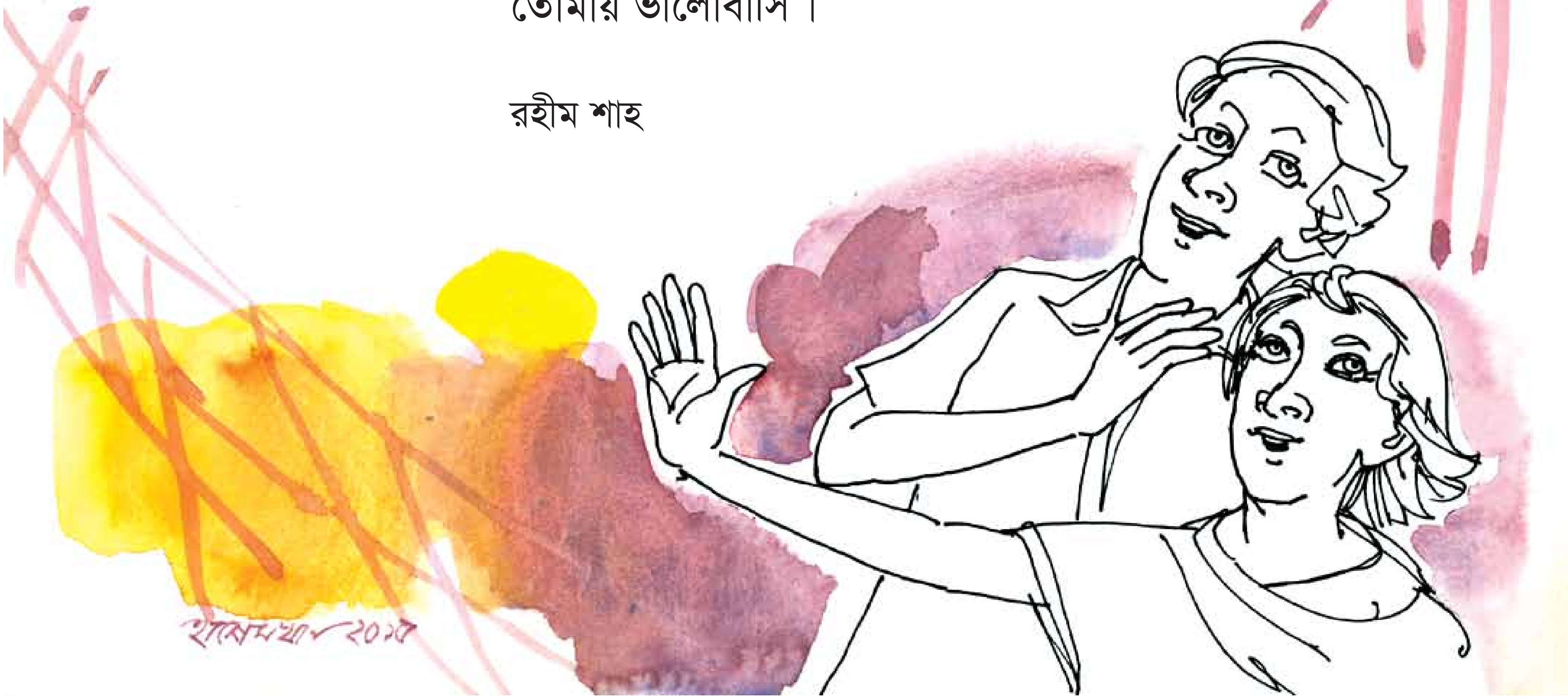

আমাদের হাতে অস্ত্র কিংবা গুলি নাই
কিন্তু আমরা একাত্তরকে ভুলি নাই–
প্রয়োজন হলে আবারও আমরা লড়ব
সন্ত্রাসীদের কবর রচনা করব ।

রহীম শাহ

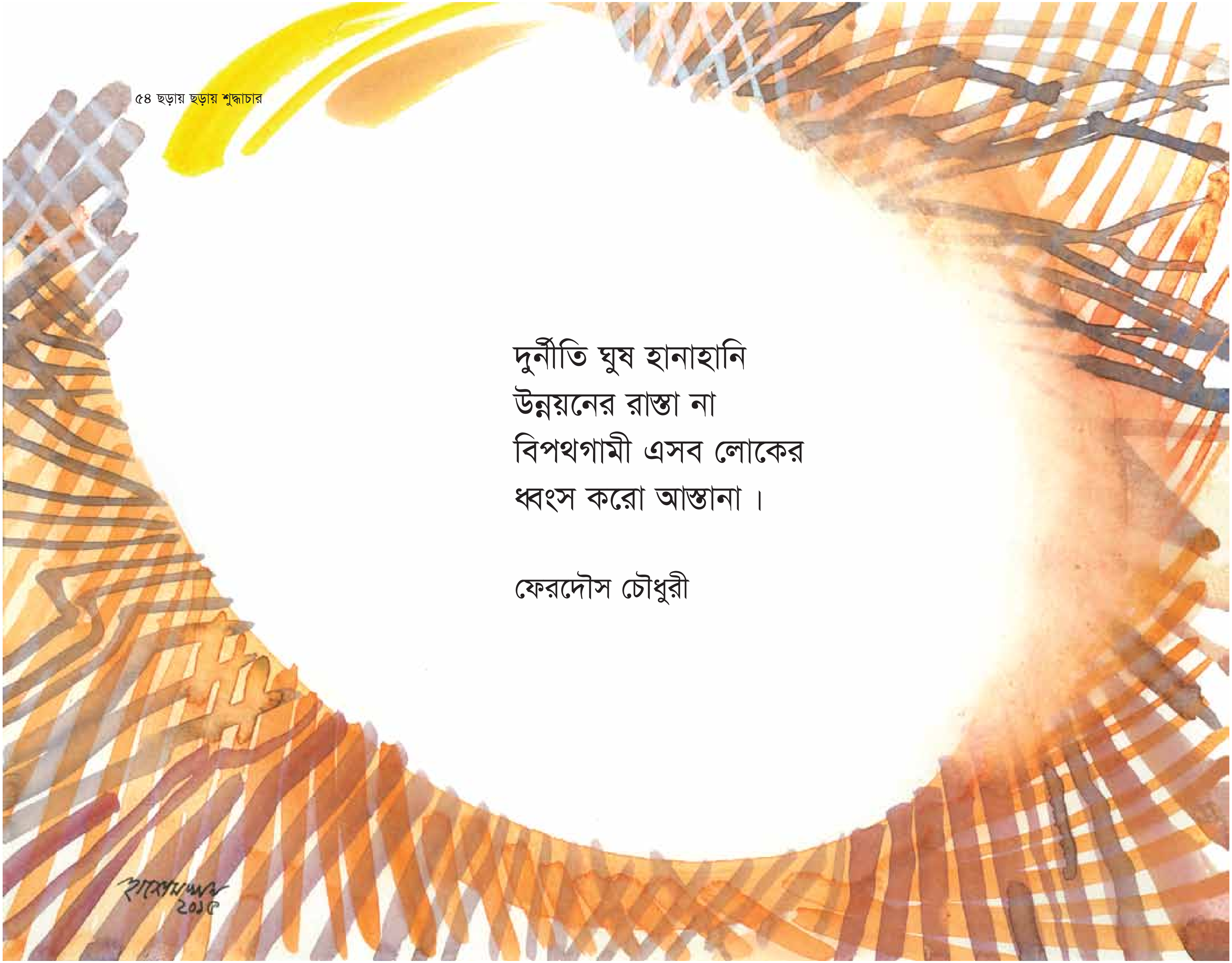

দুর্নীতি ঘুষ হানাহানি
উন্নয়নের রাস্তা না
বিপথগামী এসব লোকের
ধ্বংস করো আস্তানা ।

ফেরদৌস চৌধুরী

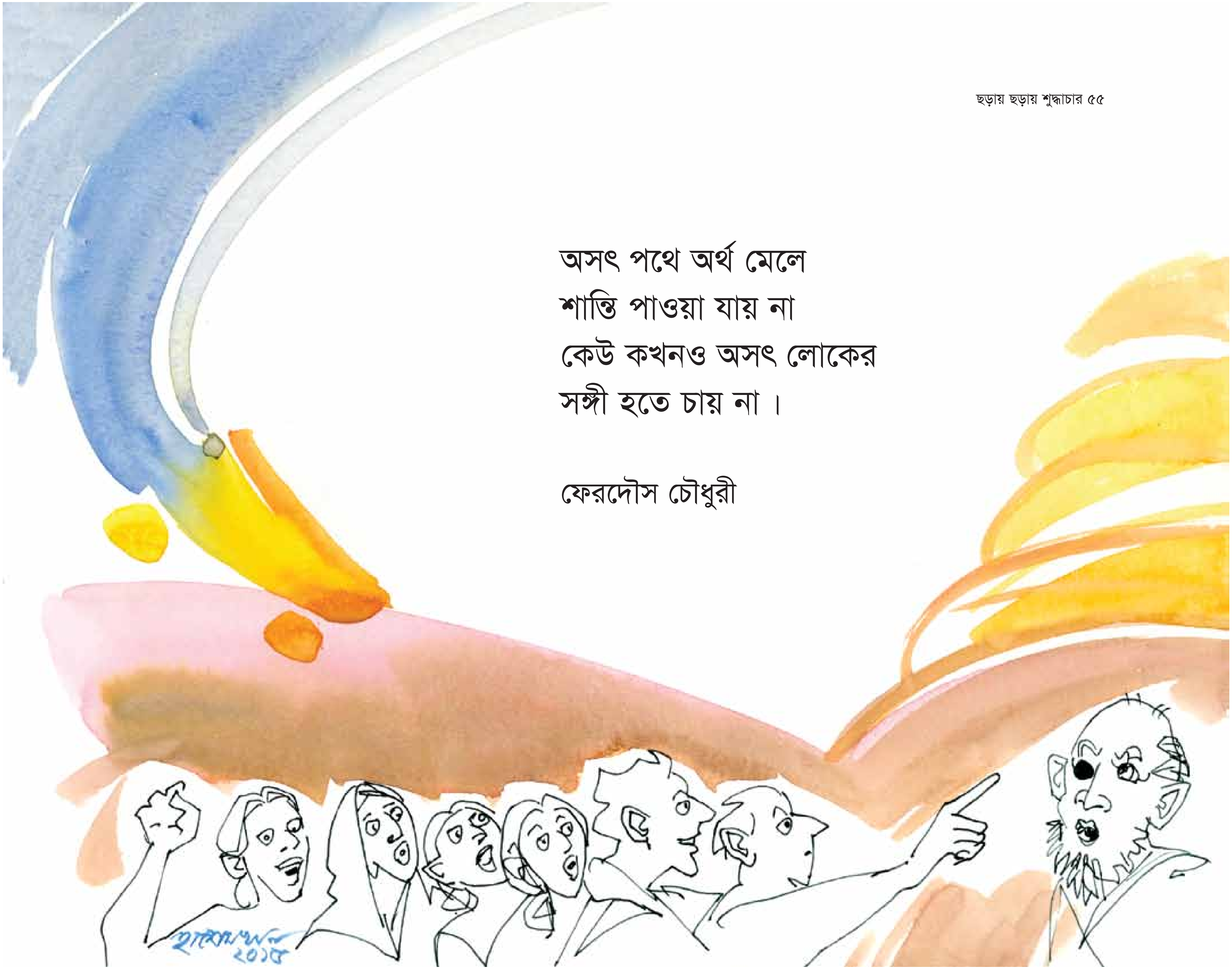

অসৎ পথে অর্থ মেলে
শান্তি পাওয়া যায় না
কেউ কখনও অসৎ লোকের
সঙ্গী হতে চায় না ।

ফেরদৌস চৌধুরী

শোনো সন্ত্রাসী জঙ্গি,
যতই কর না ভঙ্গি–
জনগণ আমাদের পক্ষে
তোমাদের আর নেই রক্ষে ।

হুমায়ুন সাদেক চৌধুরী

আমরা লড়ছি আমরা লড়ব
আমাদের হবে জয়
কলুষমুক্ত সমাজ গড়ব
থাকবে না কোনো ভয় ।

হুমায়ুন সাদেক চৌধুরী

ব্যাংক ডাকাতি, ছিনতাই আর খুন বা রাহাজানি
নয় ভালো কাজ এটা সবাই মনে মনে মানি ।
কিন্তু তাদের দেখেও কেন আমরা থাকি চুপ
দাও ধরিয়ে, বদলে যাবে এই দেশেরই রূপ ।

হাসনাত আমজাদ

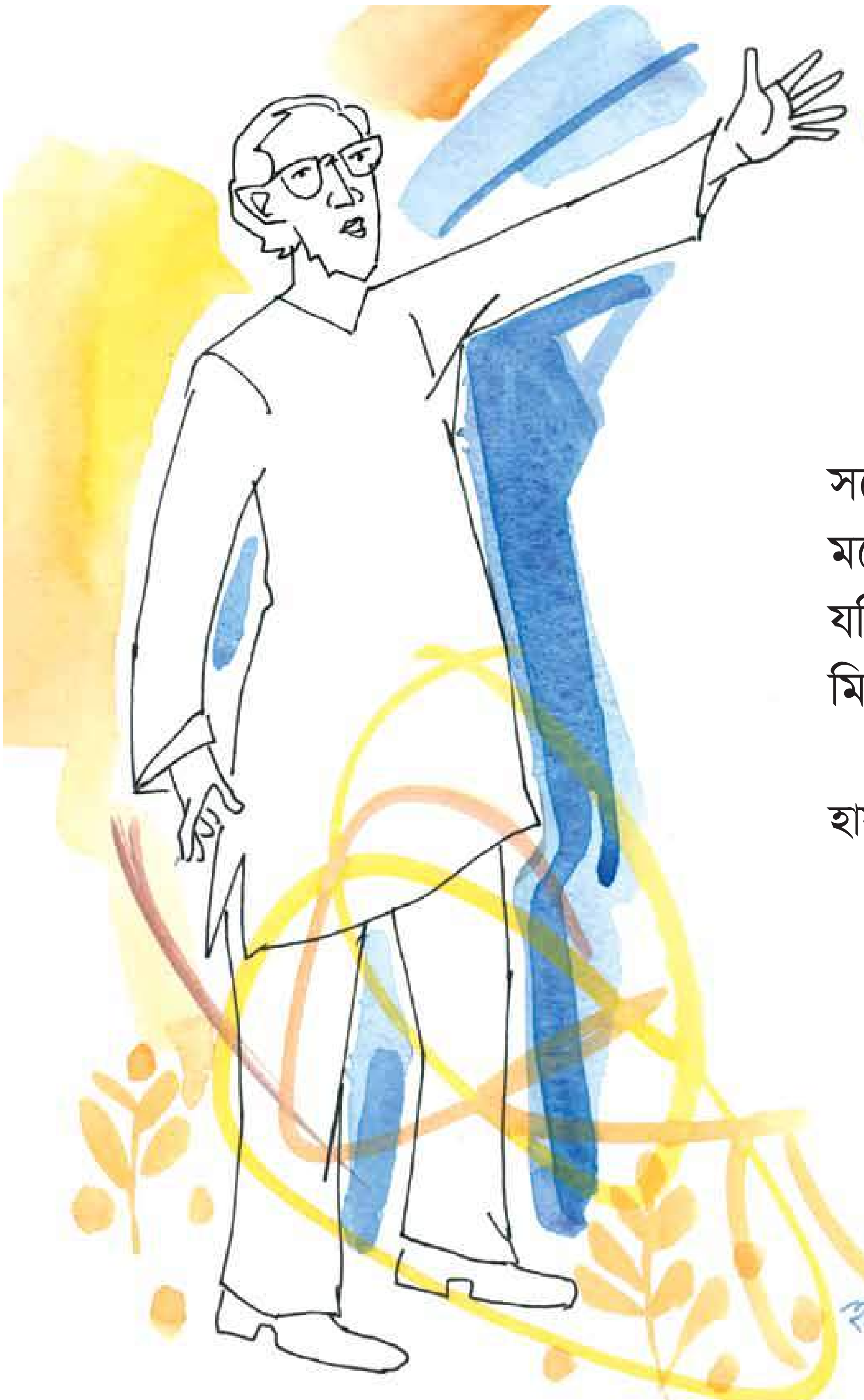

সত্যের পথে হাঁটে অবিরত যারা
মনে রেখো, কোনোদিন হারবে না তারা ।
যদি হারে, সেটা হবে খুব সাময়িক
মিথ্যাকে বলো তুমি, ধিক ধিক ধিক ।

হাসনাত আমজাদ

কারও দয়ায় দেশ পাইনি
দেশ পেয়েছি যুদ্ধ করে
দুর্নীতিকে কবর দিয়ে
রাখব এদেশ শুদ্ধ করে ।

জাহাঙ্গীর আলম জাহান

দেশের চেয়ে কেউ বড় নয়
দেশটা সবার আগে
দেশকে ভালোবাসতে হবে
গভীর অনুরাগে ।

জাহাঙ্গীর আলম জাহান

শিশু-নারী পাচারকারী কোথায় থাকে বলো?
সাজা দিতে আর দেরি নয়–ধরতে ওদের চলো ।
প্রাণটি ভরে সকল শিশু আম্মু বলে ডাকুক
সোনার বাংলা স্বপ্নসুখে চিরটা কাল থাকুক ।

মোশাররফ হোসেন ভূঞা

সারা দেশে দুর্নীতিবাজ হাজার হাজার আছে
অবৈধ সব অর্থকড়ি জমা তাদের কাছে।
দুর্নীতিবাজ হটিয়ে দিয়ে দেশ বাঁচাতে হবে
লোকের মুখে অবিরত ঝরবে হাসি তবে।

মোশাররফ হোসেন ভূঞা

আগে চাই নীতি, সাথে সম্প্রীতি
মূল্যবোধের ফ্রেম,
তবে তার মাঝে জেগে উঠবেই
স্বদেশের প্রতি প্রেম।

ফারুক হোসেন

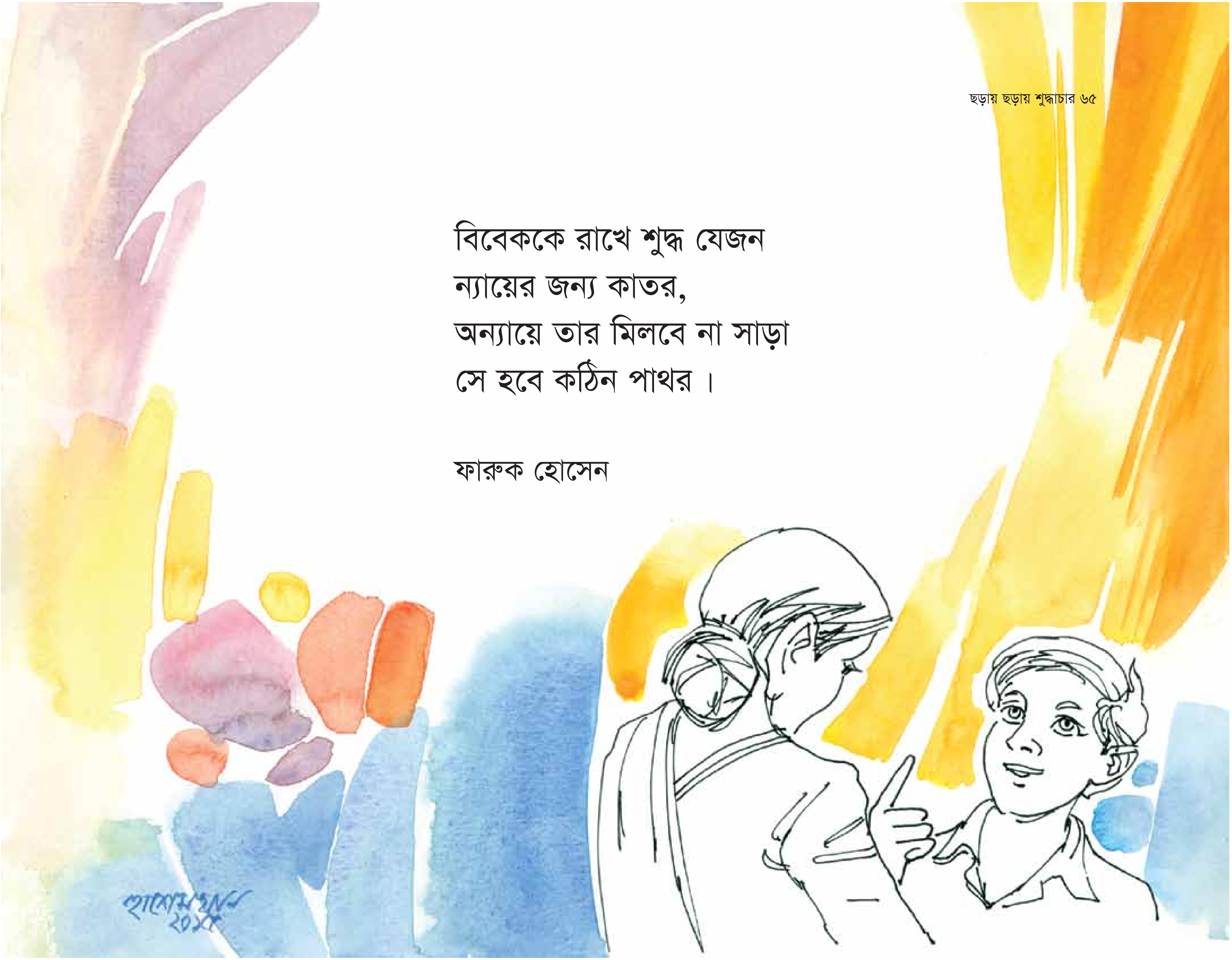

বিবেককে রাখে শুদ্ধ যেজন
ন্যায়ের জন্য কাতর,
অন্যায়ে তার মিলবে না সাড়া
সে হবে কঠিন পাথর ।

ফারুক হোসেন

দুর্নীতি করে যারা দেশের শত্রু তারা
শত্রুরা জেনে রাখো আজকে–
এই দেশ এই মাটি জনগণ ষোল কোটি
ঘৃণা করে দুর্নীতিবাজকে ।

লুৎফর রহমান রিটন

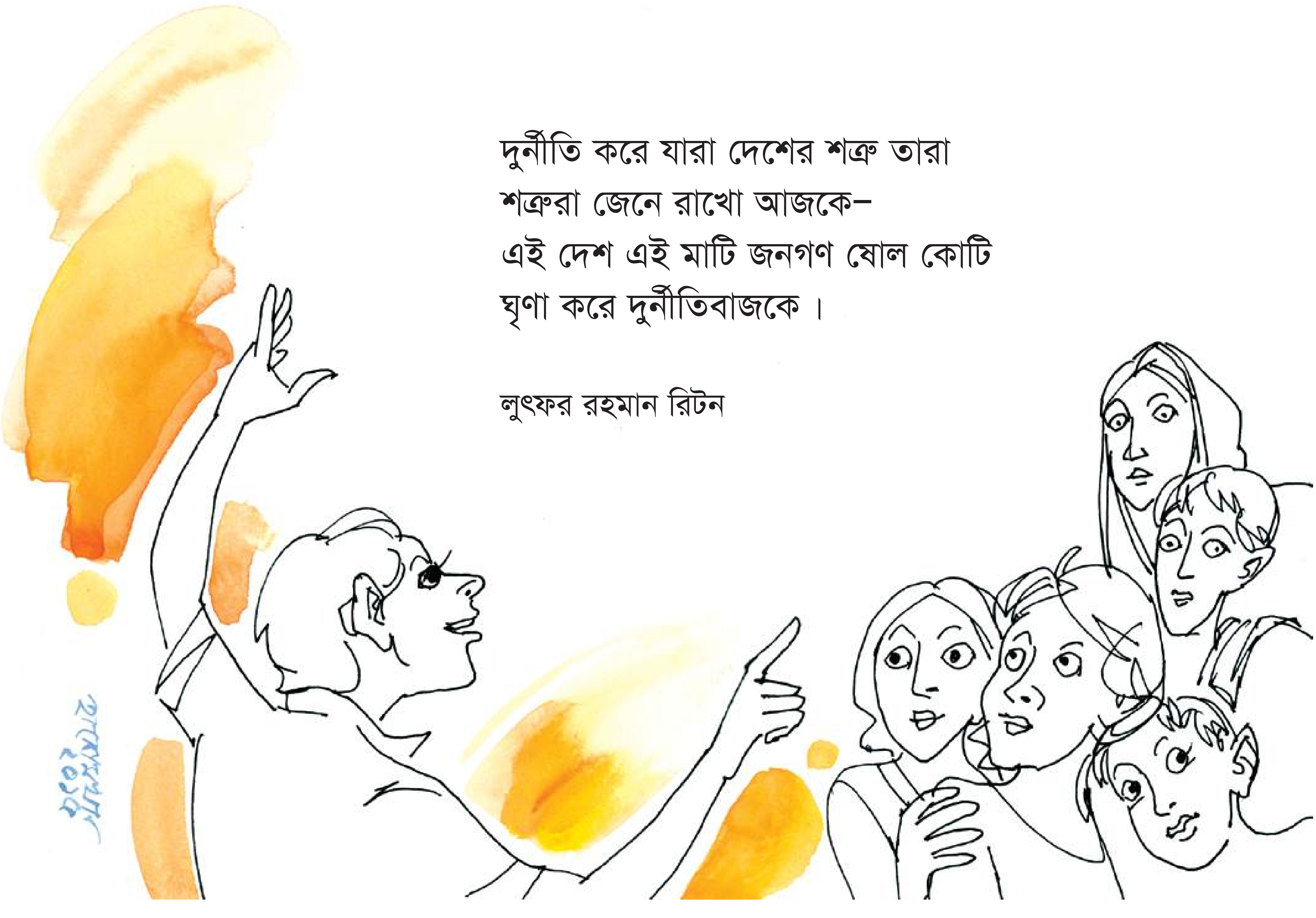

বাংলামায়ের ডাক–
সন্ত্রাসী আর দুর্নীতিবাজ
এবার নিপাত যাক ।
ওদের হবে ক্ষয়
জয় সুনীতির জয় ।

লুৎফর রহমান রিটন

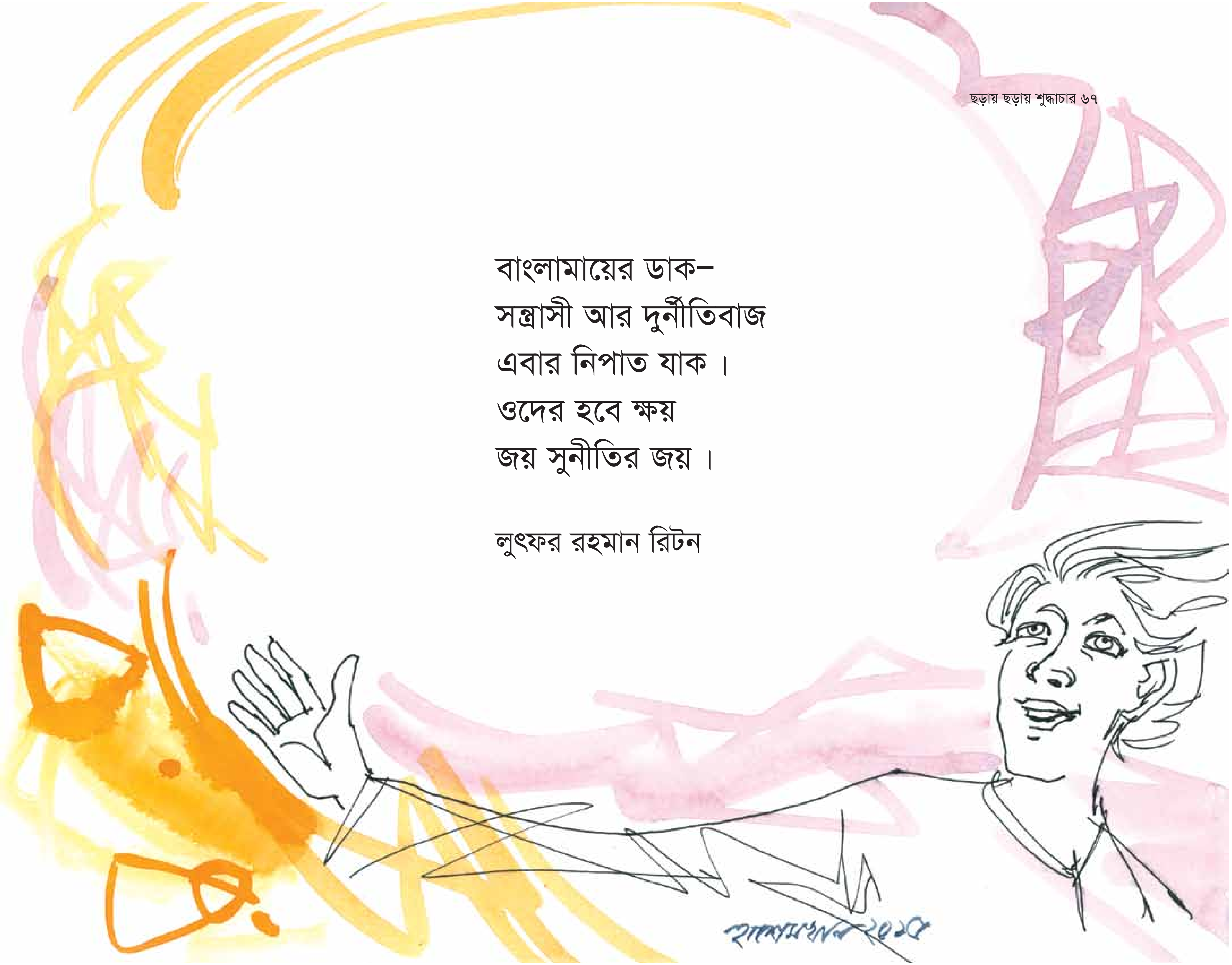

সোনা যদি ফলাতে চাও, পরশপাথর হও
দুঃখে থাকা মানুষগুলোর কষ্টে কাতর হও।
একটুখানি প্রীতির পরশ দিতে পার যদি
পাহাড় চিরে বয়ে যাবে ভালোবাসার নদী।

বিলু কবীর

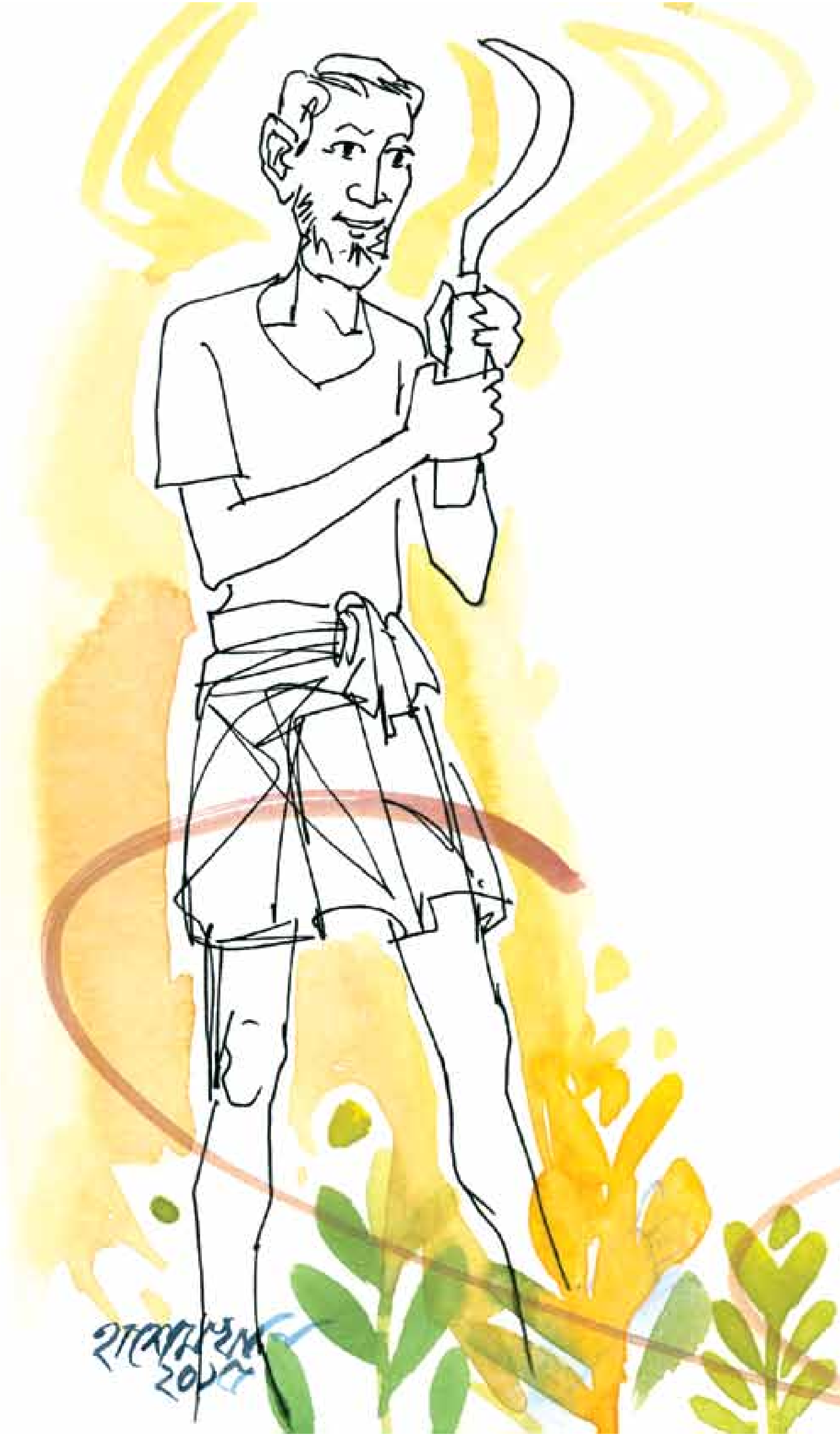

চর্চা করলে সত্যাচার
দূর হয়ে যায় অত্যাচার।
দুর্বলেরও বল বাড়ে
সোনার গাছে ফল বাড়ে।

বিলু কবীর

বৃক্ষ-নদী-পাহাড় বলে, থামাও অপকর্ম
সব মানুষই বন্ধু তোমার এই তো মানবধর্ম ।
সদাচারের শুদ্ধাচারের পক্ষে এসো দাঁড়াই
অন্ধকারে জমাট বাঁধা ভূতগুলো সব তাড়াই ।

শাফিকুর রাহী

আমরা তো আলোকের দুর্বার যাত্রী
আমরা হটিয়ে দেব ঘোর অমারাত্রি ।
আমাদের চারপাশে ফুলপরি হাসবে
আনন্দ কলরবে গানেগানে ভাসবে ।

শাফিকুর রাহী

এদেশটাকে সামনে নেব
কষ্ট যত বইতে রাজি
আমরা তরুণ, রুখে দাঁড়াই
দখল, খুন ও চাঁদাবাজি ।

শফিক ইমতিয়াজ

এই যে ভায়া, বলছি কথা, একটুকু দেন কান
ঘুষ না খেয়ে বৈধ আয়ে শাক দিয়ে ভাত খান ।
ঘুষ খেয়ে যে দোষটা করেন, ছয়-কে বানান নয়
আপনি আখের গোছান, ঘটে দশের বিপর্যয় ।

শফিক ইমতিয়াজ

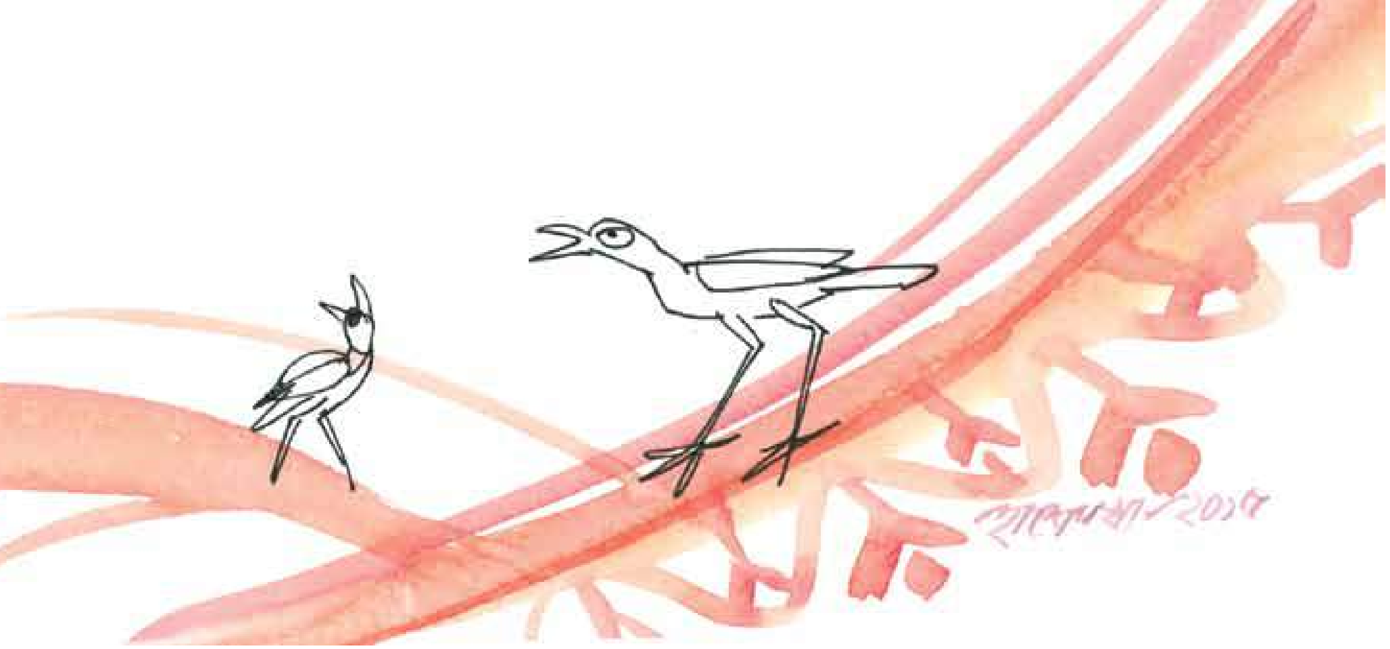

দেশ মানে লোক–লোকের সঙ্গে
এক কাতারে দাঁড়ানো
শক্তিশালী দেশ গঠনে
নিজের দুহাত বাড়ানো ।

স.ম. শামসুল আলম

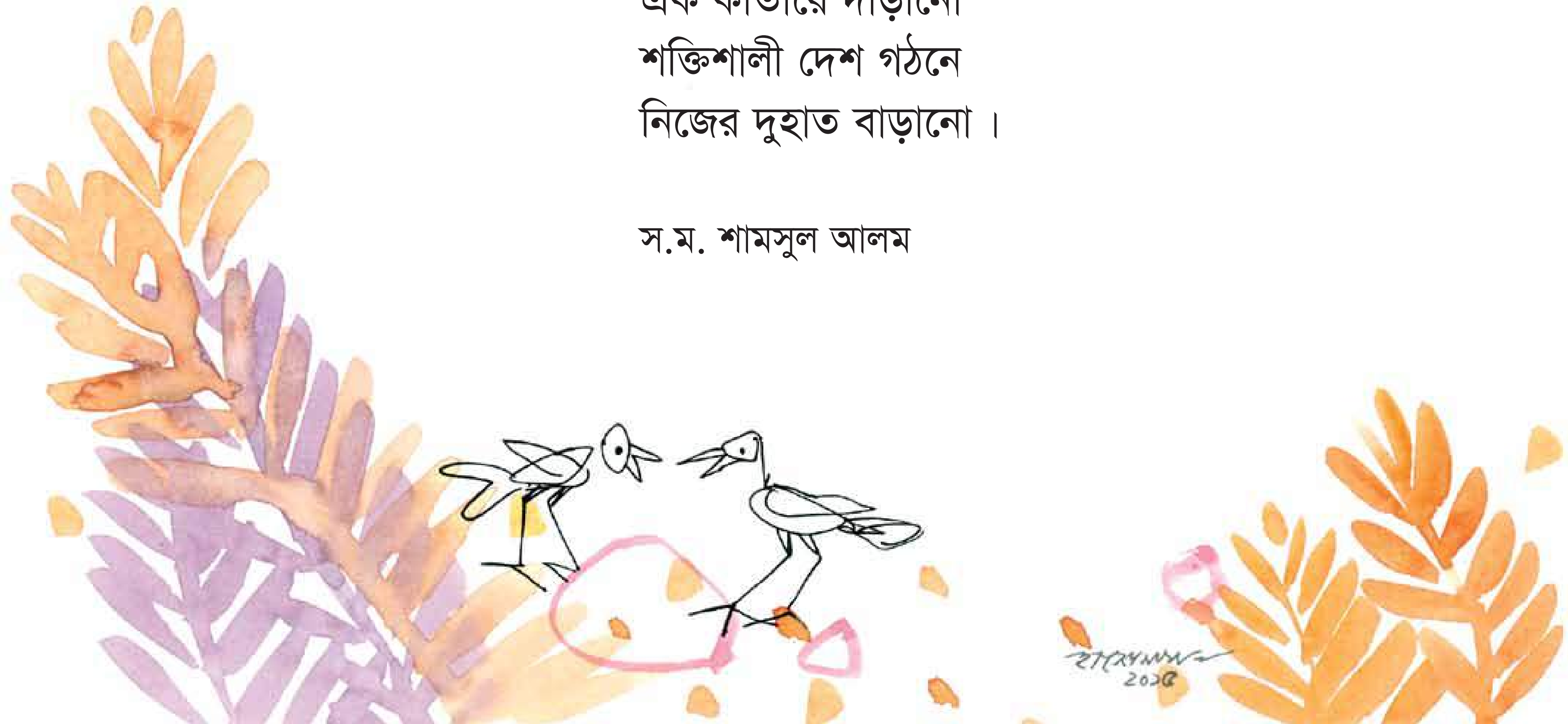

এসো দেশটাকে গড়ব সবাই
গড়ব বলো তো কী করে
সকলেই হব ঐক্যবদ্ধ
ফিরে যেতে হবে শিকড়ে।

স.ম. শামসুল আলম

উড়িয়েছি পাল ধরিয়াছি হাল
চলেছে সোনার তরি
মুক্তস্বাধীন দুর্নীতিহীন
সোনার বাংলা গড়ি ।

মারুফুল ইসলাম

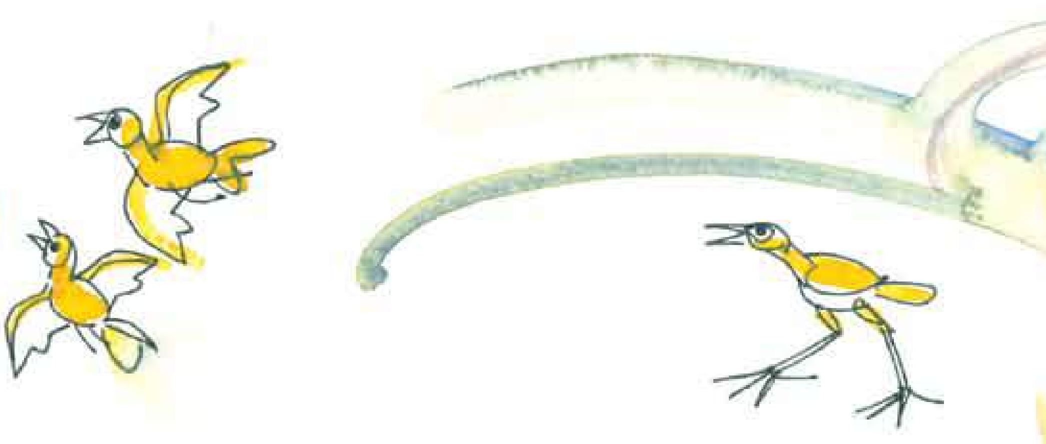

সন্ত্রাস আর জঙ্গিবাদের
ক্ষমাহীন অবসানে
লালসবুজের পতাকা ওড়াই
স্বদেশের সম্মানে ।

মারুফুল ইসলাম

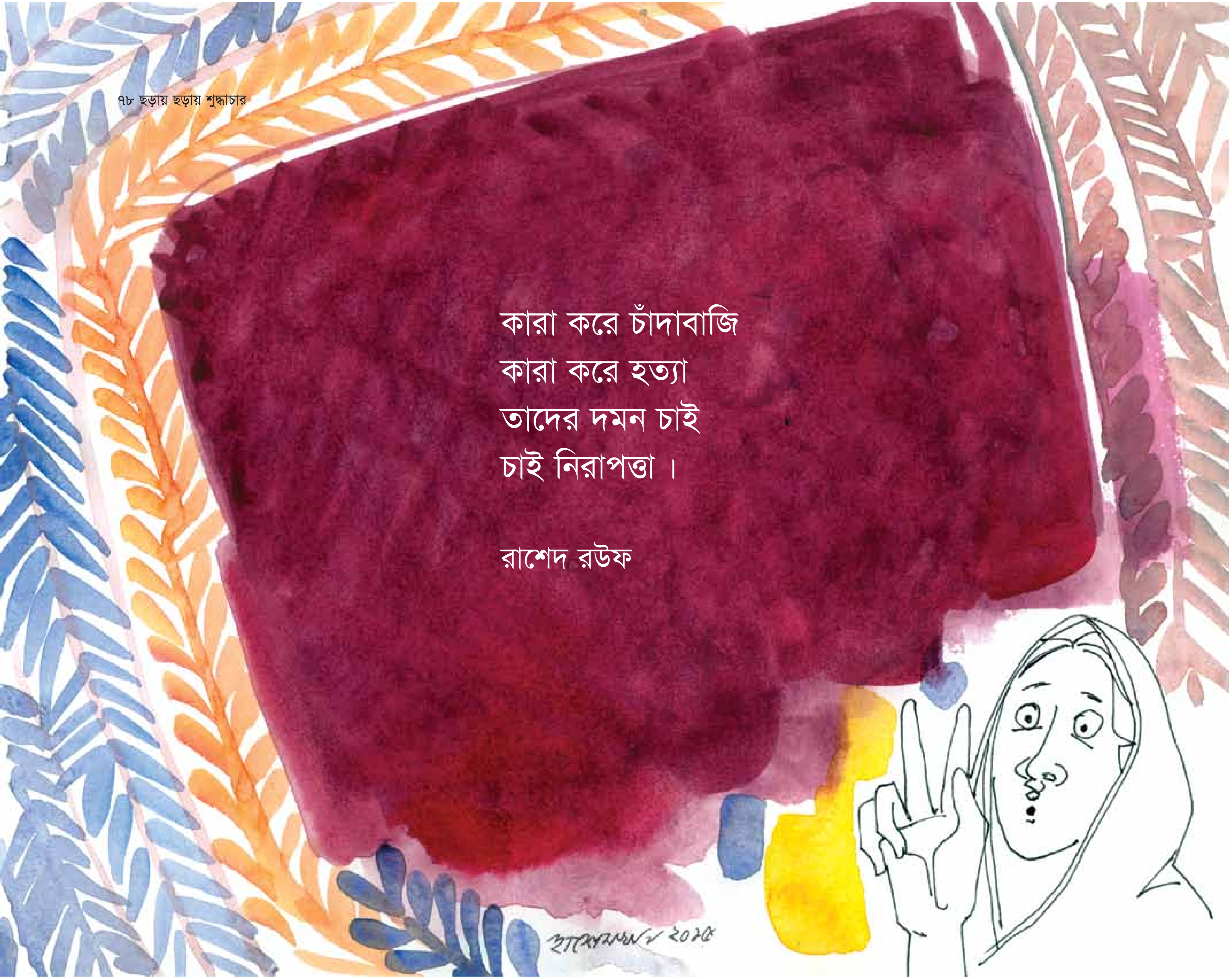

কারা করে চাঁদাবাজি
কারা করে হত্যা
তাদের দমন চাই
চাই নিরাপত্তা।

রাশেদ রউফ

কালো যত সব দূরে চলে যাক
ভালোরা আসুক ঘুরে
যুক্তির স্রোতে মুক্তি আসুক
গানে গানে সুরে সুরে ।

রাশেদ রউফ

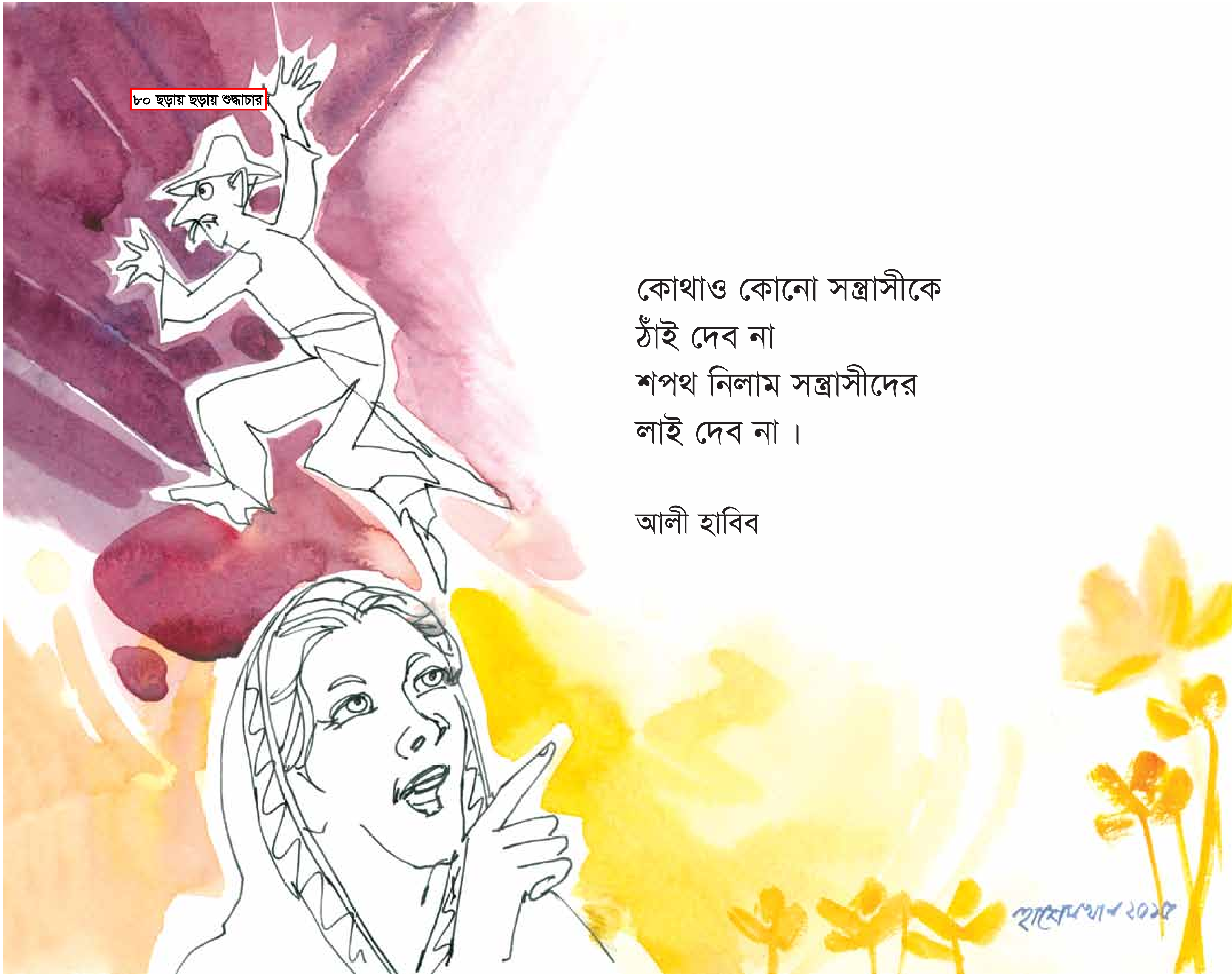

কোথাও কোনো সন্ত্রাসীকে
ঠাঁই দেব না
শপথ নিলাম সন্ত্রাসীদের
লাই দেব না ।

আলী হাবিব

চাই সন্ত্রাসমুক্ত দেশ
ছড়িয়ে যাবে সুখের রেশ
দেশের মানুষ শান্তি পাক
সন্ত্রাসীরা নিপাত যাক ।

আলী হাবিব

বন্ধু মানে হাত বাড়িয়ে সবার সাথে থাকা
বন্ধু মানে প্রীতির ছবি রংতুলিতে আঁকা ।
বন্ধু মানে এই জীবনের স্বপ্ন এবং আশা
বন্ধু মানে পরস্পরের শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ।

আমীরুল ইসলাম

এমন একটা দেশ কি হবে সোনার মতো দেশ,
যে দেশে নেই ঝগড়াঝাঁটি হিংসা ও বিদ্বেষ।
যে দেশে নেই মিথ্যা কথা সবার মুখে হাসি,
বুকের মাঝে আছে সেদেশ সবাই ভালোবাসি।

আমীরুল ইসলাম

ছেলে করবে পড়াশোনা
মেয়ে বন্দি রান্নাঘরে
এ অবিচার থাকলে পরে
মানুষ আমরা কেমন করে?

খালেদ হোসাইন

শিশুহত্যা মানুষ গুম
নিচ্ছে কেড়ে সবার ঘুম ।
আমরা যদি জাগি তবে
বন্ধ হবে জোরজুলুম ।

খালেদ হোসাইন

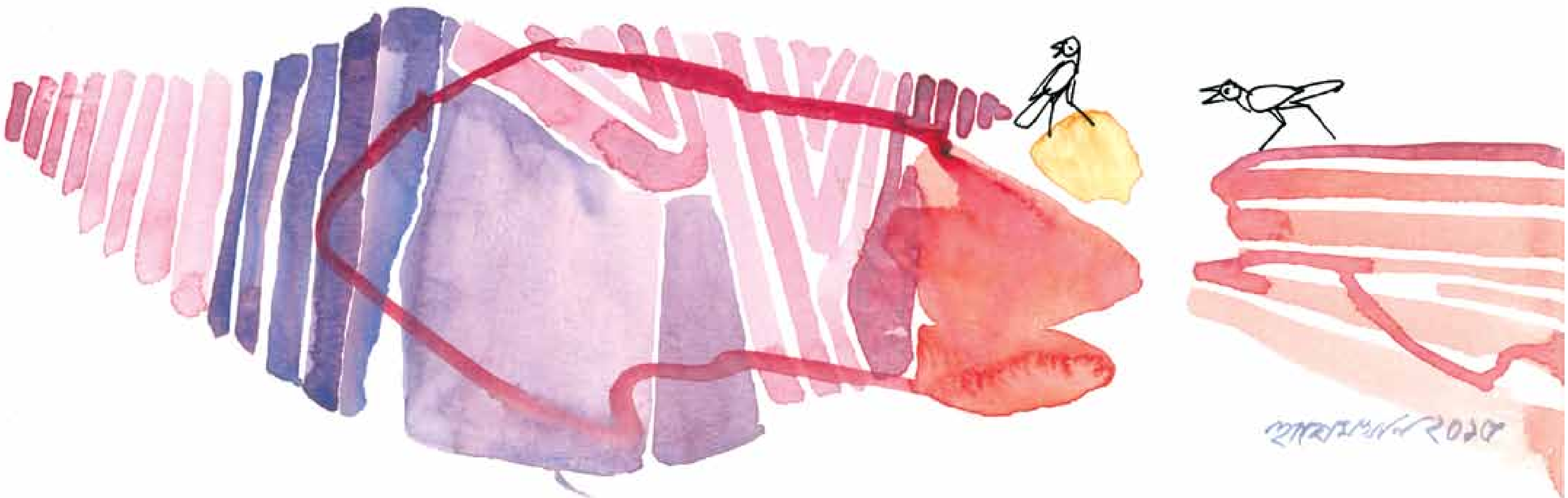

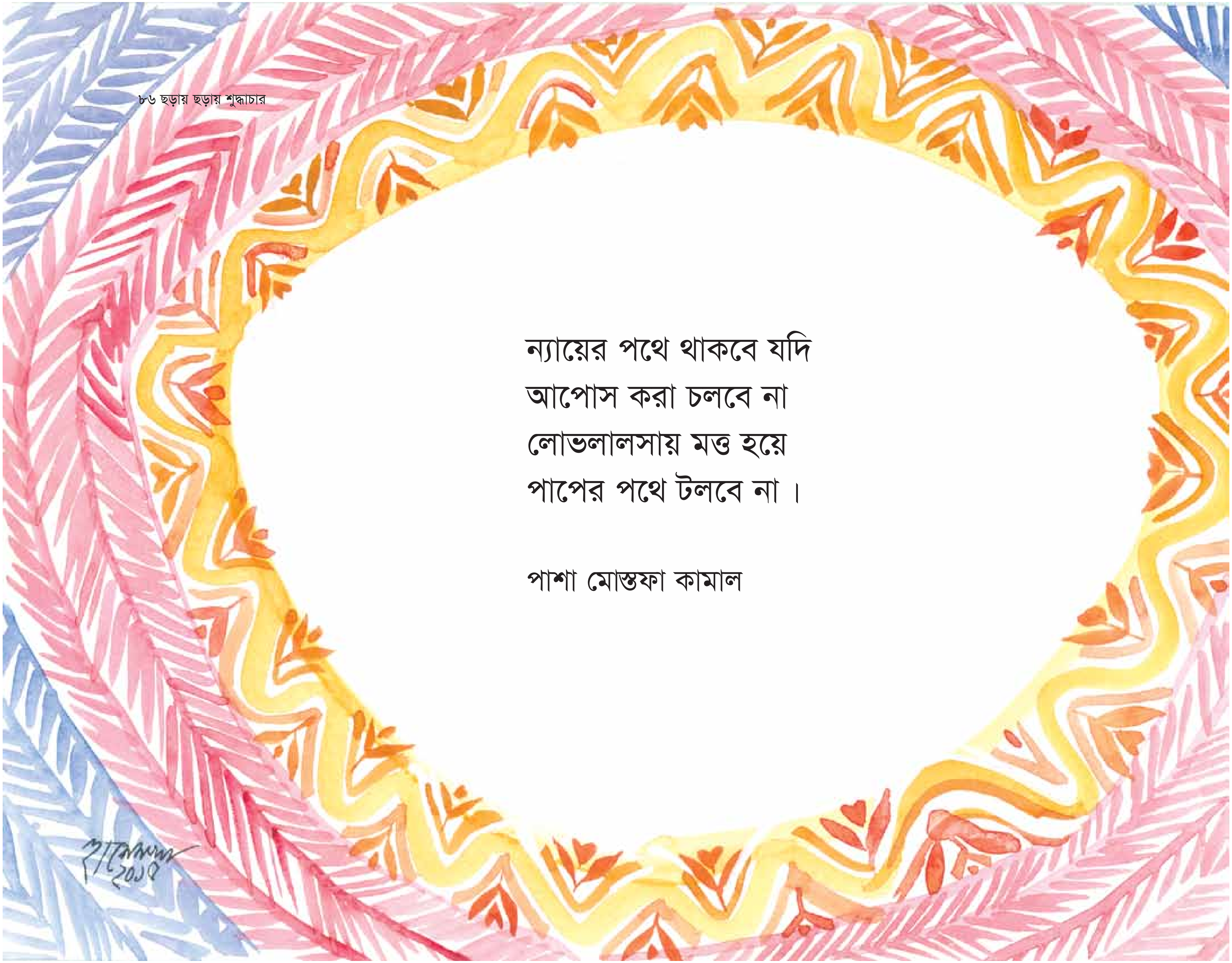

ন্যায়ের পথে থাকবে যদি
আপোস করা চলবে না
লোভলালসায় মত্ত হয়ে
পাপের পথে টলবে না ।

পাশা মোস্তফা কামাল

ঘুষের টাকায় করছ দালান করো
দালান সাথে যাবে না
বিবেকটা যার স্বচ্ছ, সে তো
ঘুষের টাকা খাবে না ।

পাশা মোস্তফা কামাল

যত অনিয়ম যত অনাচার
সব পথ করো রুদ্ধ
সবাই তখন সুন্দর হবে
মানুষেরা হবে শুদ্ধ ।

আনজীর লিটন

বলব না মিথ্যা
করব না দুর্নীতি
জনেজনে প্রত্যেকে
গড়ে তোলো সম্প্রীতি ।

আনজীর লিটন

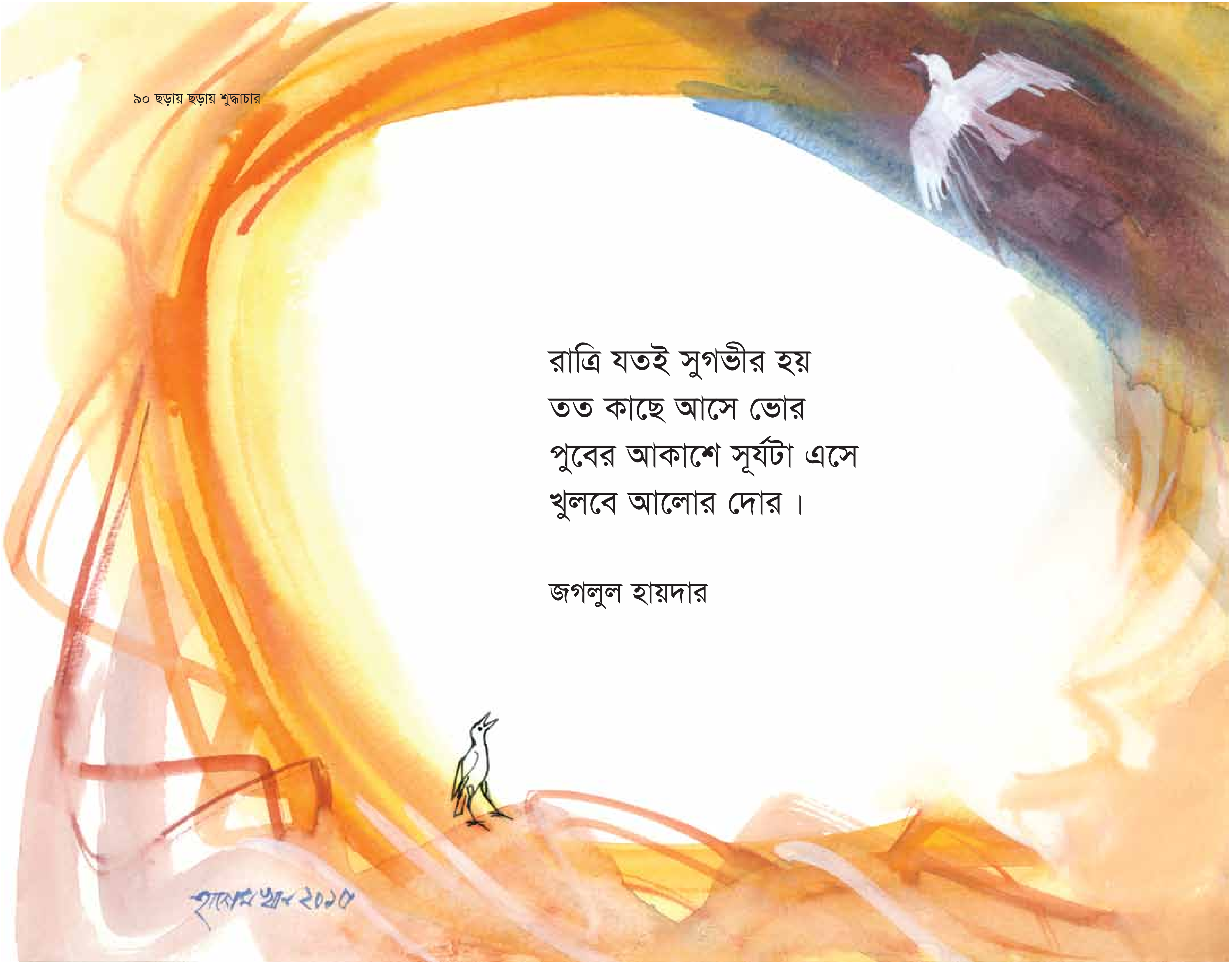

রাত্রি যতই সুগভীর হয়
তত কাছে আসে ভোর
পুবের আকাশে সূর্যটা এসে
খুলবে আলোর দোর ।

জগলুল হায়দার

নিজের ঘরে আঁধার রেখেও
আলো দেয় কে অন্যকে
সেই শুধু দেয় মন কাঁদে যার
দেখে বিপদাপন্নকে ।

জগলুল হায়দার

ভেজাল আর ফরমালিন
ধ্বংস করে হাসতে চাই
দূষণমুক্ত পরিবেশে
শীতল হাওয়ায় ভাসতে চাই ।

রেজিনা ইসলাম

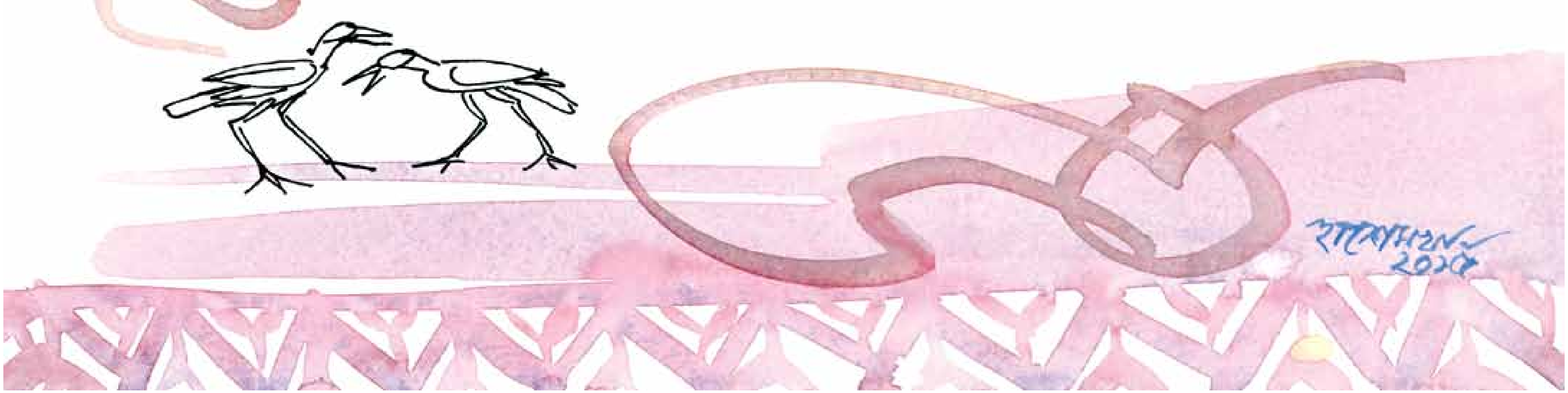

পুত্রকন্যা মানুষ করতে
অনেক পড়ে খরচা,
শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষা চাই
নয় সন্ত্রাস চর্চা ।

রেজিনা ইসলাম

ঘুষ দিলে, ঘুষ খেলে, ফলাফল শূন্য
সম্মান মর্যাদা হয় শুধু ক্ষুণ্ন ।
আমরা বীরের জাতি করেছি তো যুদ্ধ
দেশটাকে ভালোবাসি হই পরিশুদ্ধ ।

সোহেল মল্লিক

আমরা সরাব জঞ্জাল সব, শুদ্ধির অভিযানে
কলুষ-কালিমা ধুয়ে নেব সব পাখিদের কলগানে ।
অন্ধকারকে চাই না কখনও আমরা আলোক চাই
আমাদের মাঝে মিথ্যা-কলুষ কখনও পাবে না ঠাঁই ।

সোহেল মল্লিক

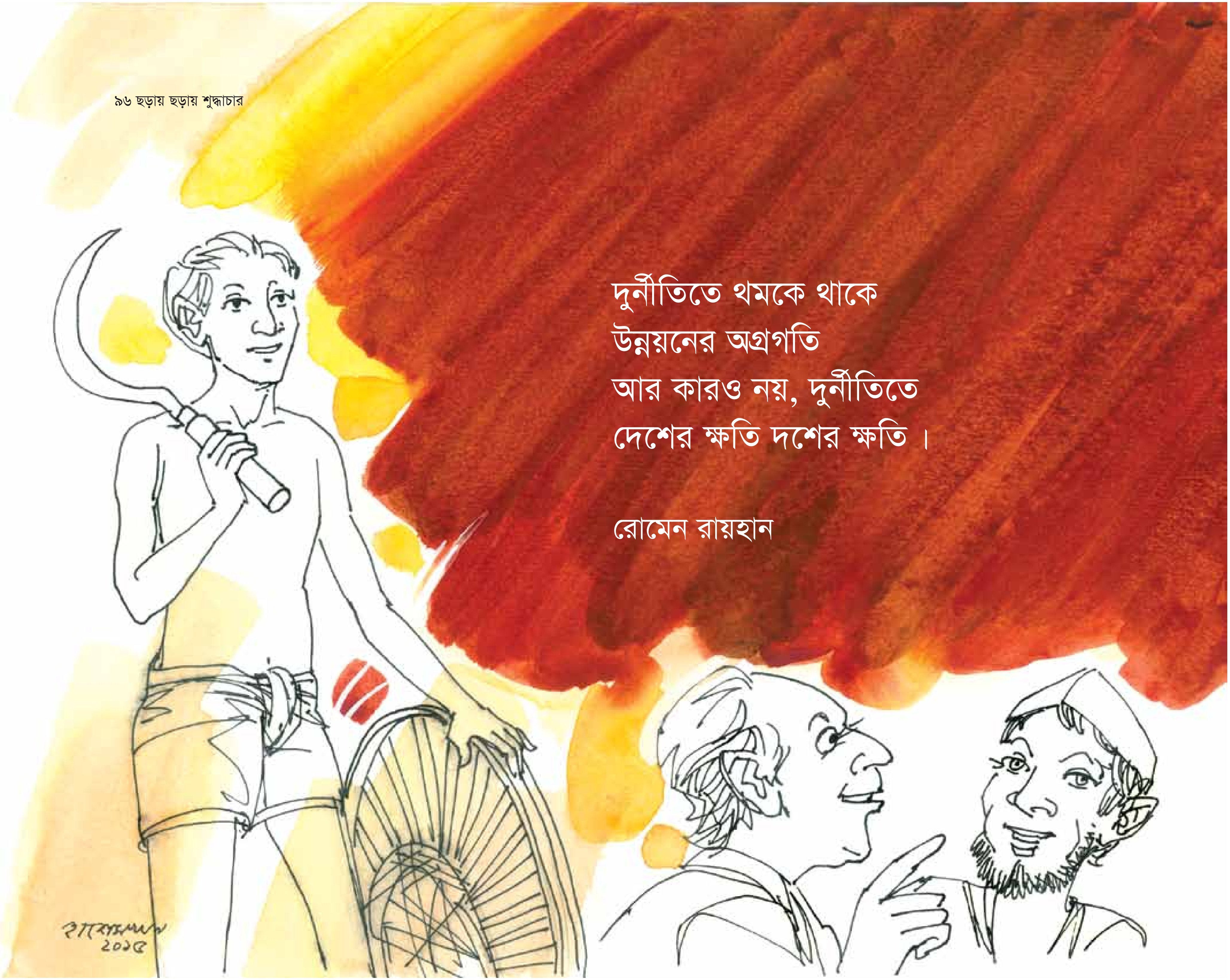

দুর্নীতিতে থমকে থাকে
উন্নয়নের অগ্রগতি
আর কারও নয়, দুর্নীতিতে
দেশের ক্ষতি দশের ক্ষতি ।

রোমেন রায়হান

সদা সত্য কথা বলি
মিথ্যা বলা মহাপাপ
মিথ্যাবাদী কেবল পাবে
সব মানুষের অভিশাপ ।

রোমেন রায়হান

এ দেশ আমার এ দেশ তোমার
এ দেশ সবার জানি
এই দেশ থেকে মুছে দেব যত
কলঙ্ক আর গ্লানি ।

যাযাবর মিন্টু

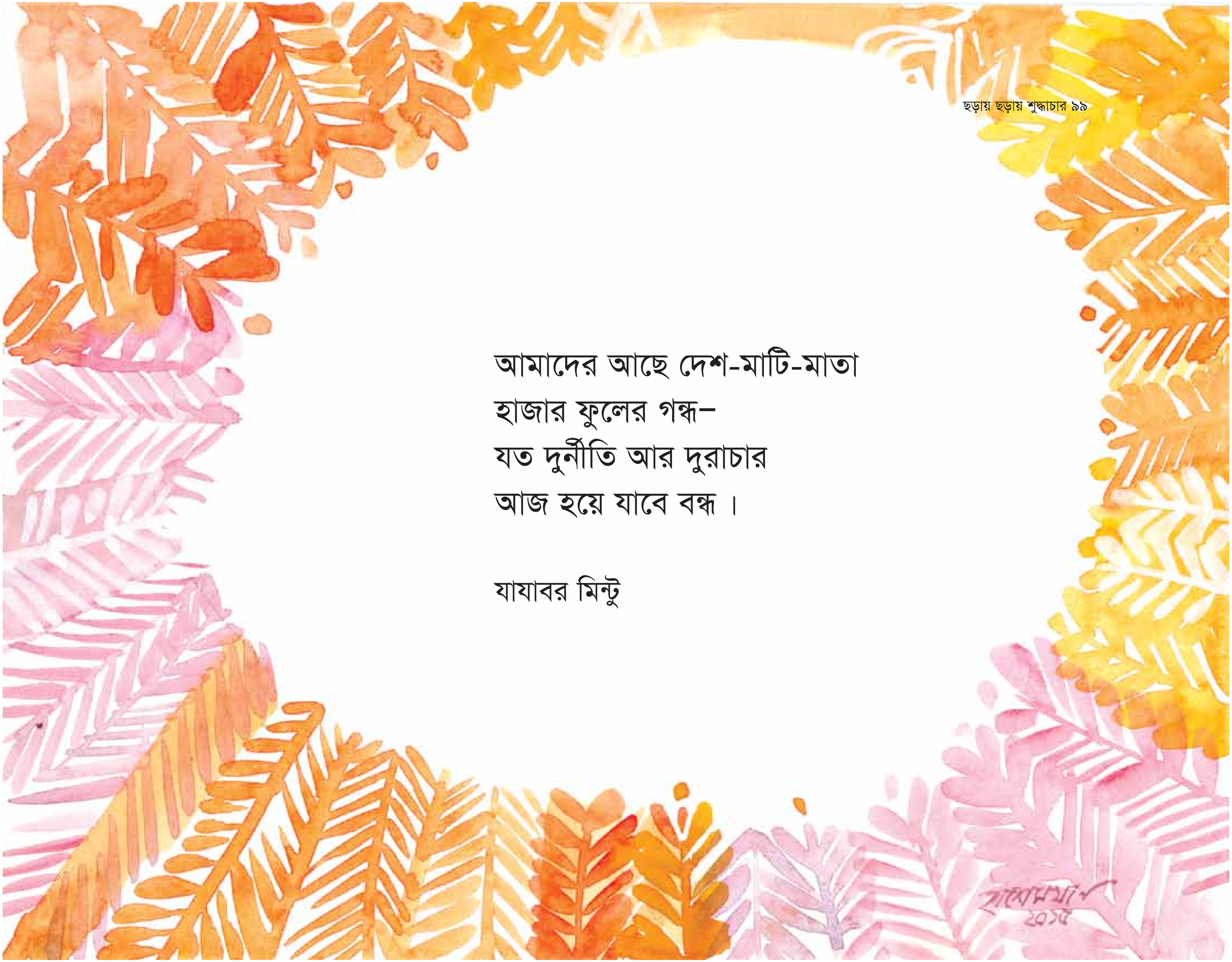

আমাদের আছে দেশ-মাটি-মাতা
হাজার ফুলের গন্ধ–
যত দুর্নীতি আর দুরাচার
আজ হয়ে যাবে বন্ধ ।

যাযাবর মিন্টু

অন্যায়কারী আর দুর্নীতিবাজ
কখনও বাসে না ভালো সুশীল সমাজ।
বিবেকের তাড়নায় মন হলে তাড়িত
মন থেকে অন্যায় হয় অপসারিত।

হামিদ মেহবুব

মামা খালু কাকা থেকে
কালো কালো টাকা থেকে
দেশ হলে মুক্ত,
সব ভালো মানুষেরা হবে জয়যুক্ত ।

হামিদ মেহবুব

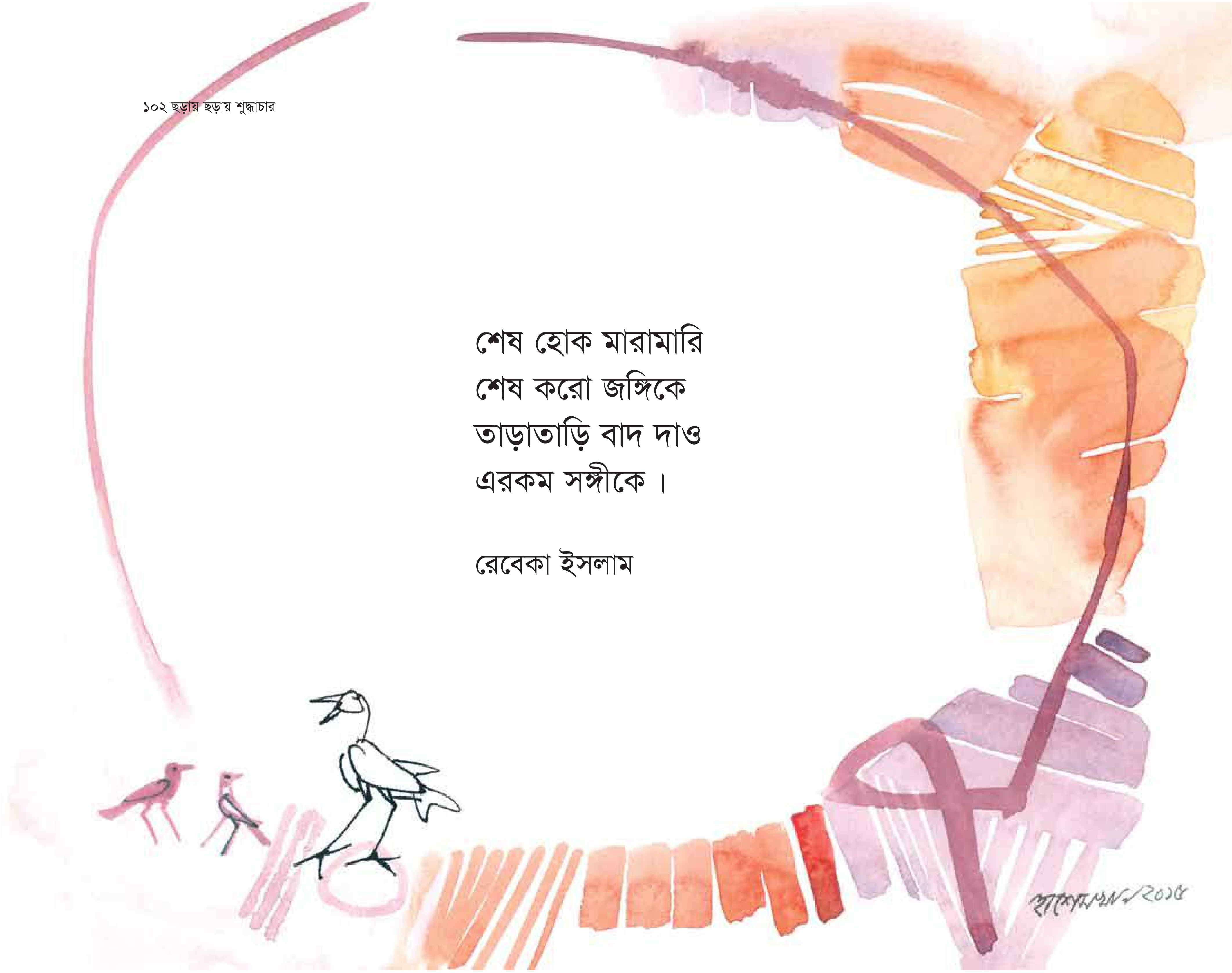

শেষ হোক মারামারি
শেষ করো জঙ্গিকে
তাড়াতাড়ি বাদ দাও
এরকম সঙ্গীকে ।

রেবেকা ইসলাম

নয় তো এটা ঠাট্টা কোনো
নয় তো এটা কৌতুক
সকল যুবক শপথ করুক
আর নেব না যৌতুক ।

রেবেকা ইসলাম

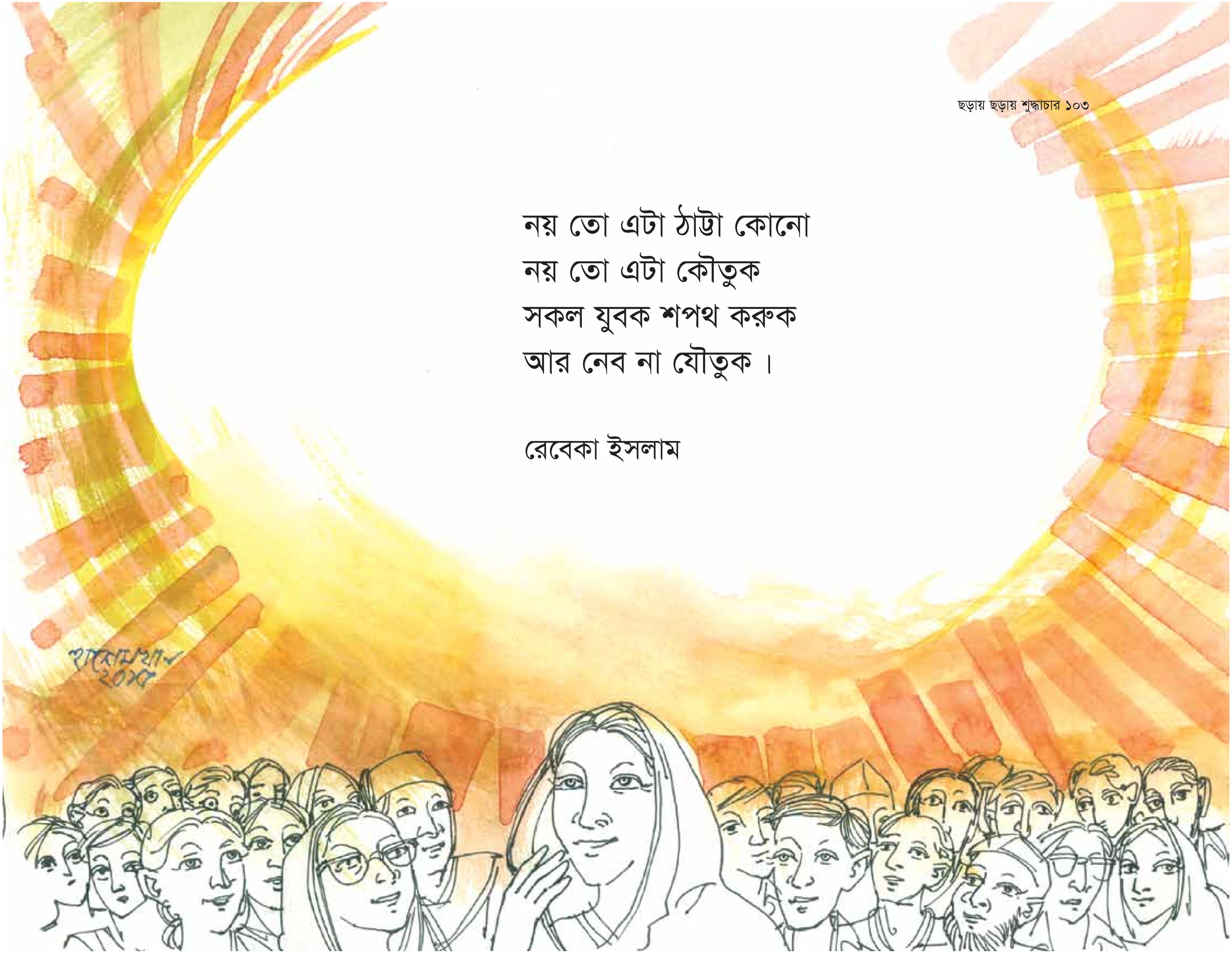

বিভেদের ডালপালা
হবে কেটে ফেলতে
শান্তির পায়রার
ডানা দুটি মেলতে।

জিয়া রহমান

ঘুষের টাকার পাহাড় তোমার
একদিন তো টলবেই
শুদ্ধাচারের চলছে লড়াই
এ লড়াইটা চলবেই ।

জিয়া রহমান

দুর্নীতি-অনিয়ম
দূর হলে সব
দেশ জুড়ে বয়ে যাবে
হাসি-কলরব ।

রমজান মাহমুদ

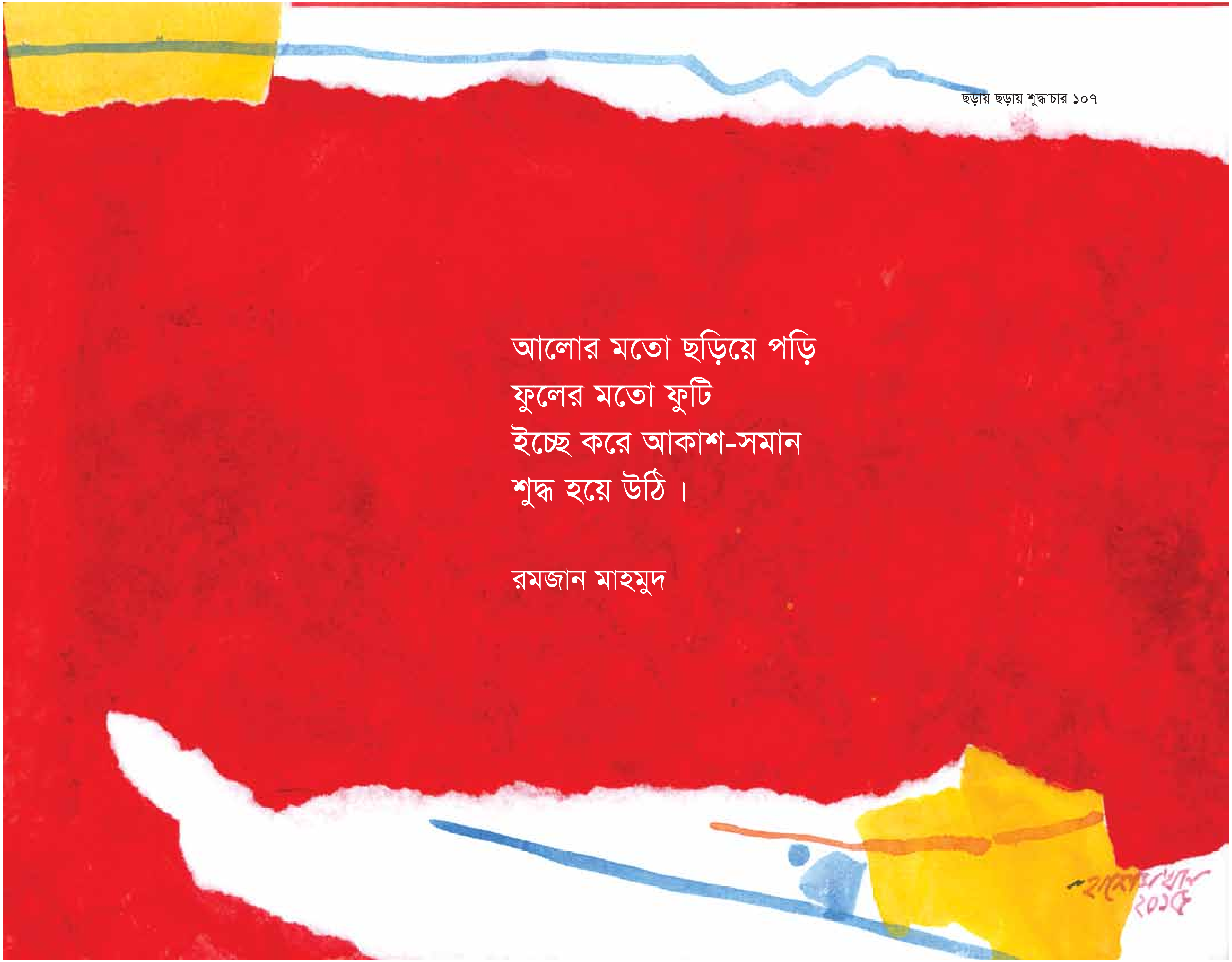

আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ি
ফুলের মতো ফুটি
ইচ্ছে করে আকাশ-সমান
শুদ্ধ হয়ে উঠি ।

রমজান মাহমুদ

একদিন তো মরতে হবে,
জীবন থাকতে দেশটাকে তাই
শোভন করে গড়তে হবে।

ফখরুল ইসলাম হারুণ

ঘুষ দুর্নীতি জীবন করেছে কালো
আঁধারকে চিরে এবার আলোটা জ্বালো ।
আর কিছু নয় দেশটা সবার আগে
রাত ভোর হয়ে আকাশে সূর্য জাগে ।

ফখরুল ইসলাম হারুণ

বিবেক যদি না দেয় সাড়া
করব না সেই কাজ
এমনি করেই উঠবে গড়ে
কাঙ্ক্ষিত সমাজ।

আরিফ নজরুল

অন্ধকারের পথটি ছেড়ে
আলোর পথে এলে
এই জীবনের সুখের পাখি
উড়বে পাখা মেলে ।

আরিফ নজরুল

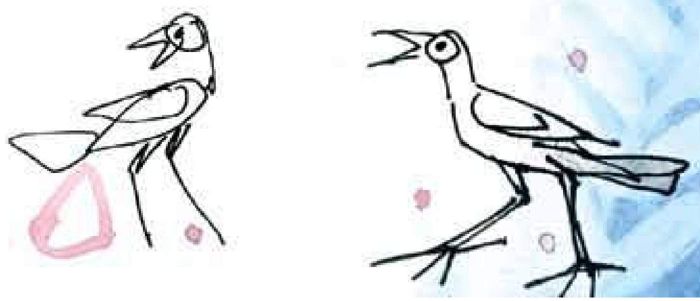

বন্ধ দুয়ার খুলি
সাম্যের চাবিতে
দুর্নীতি ঘুচে যাক
মানবিক দাবিতে।

ইমরান পরশ

সন্ত্রাসীদের ছত্রছায়া
গডফাদারের ছদ্মবেশ
শক্ত হাতে গুঁড়িয়ে দিতে
গর্জে ওঠো বাংলাদেশ।

আহমেদ সাব্বির

সন্ত্রাসী যে শত্রু সবার
বন্ধু এবং ভাই না–
সমাজ থেকে হটাই এসো
আমরা তাদের চাই না ।

কামাল হোসাইন

খুন আর সন্ত্রাস করে যারা নিত্য
মানুষের পরিচয়ে ওরা দুর্বৃত্ত ।
করছে যে নিয়মিত এই পাপকার্য
আইনের সাজা তার হবে অনিবার্য ।

অদ্বৈত মারুত

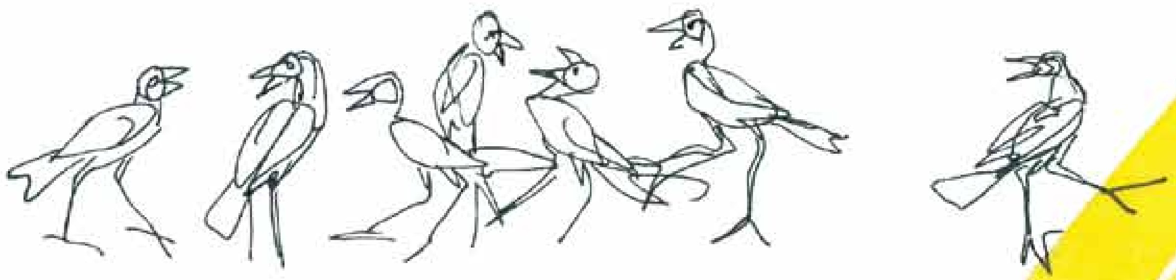

লাখো শহিদের রক্তে ভেজা
আমাদের এই বাংলাদেশ
শুদ্ধাচারে ঋদ্ধ হয়ে
দুর্নীতিকে করব শেষ ।

সাগর আশরাফ

দেশকে ভালোবাসবে তুমি
দেশ যে সবার মা
মাকে ভালোবাসব সবাই
অন্য কিছুই না ।

মঈন মুরসালিন

Choray Choray Suddhachar
A Publication of Bangladesh Bank
Editor : Mahfuzur Rahman
Cover Design : Hashem Khan
ISBN : 9789843395405

ISBN : 9789843395405